সহজ হাদীস পাঠ: ঈমান

[ধারাবাহিক, বিষয়ভিত্তিক ও পুনরাবৃত্তিবিহীন হাদীস সংকলন]

সংকলক ও অনুবাদক

ইমরান মাহমুদ

ওয়ান টু ওয়ান স্কুল প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশকাল

১ম সংস্করণ: মার্চ- ২০২০

২য় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর- ২০২০

৩য় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি-২০২১

যোগাযোগ:

০১৯৪০৭৬৩৩১৪

[বিক্রয়ের জন্য নয়, শুধু বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

Shohoj Hadith Path: Iman, Compiled and Translated by Imran Mahmud; published by publication section of 1to1 School; Not For Sale, only for free distribition.

উৎসর্গ

বিশ্বব্যাপী শান্তির সুবাতাস পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্তে যারা নিবেদিতপ্রাণ।

সংকলক ও অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার যার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা রিলিজিয়ন স্কুল ওয়ান টু ওয়ান এর প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক অত্যন্ত মহৎ একটি উদ্যোগ হাতে নিতে সক্ষম হয়েছি। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করছি; যার অমূল্য বাণী গোটা মানবজাতিকে যুগ যুগ ধরে সঠিক পথের দিশা দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর অমূল্য বাণীসমূহকে মানুষের নিকট আরো বেশি সহজবোধ্য ও সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে হাদীস সংকলনের উক্ত উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোগের অধীনে হাদীসের মৌলিক ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ থেকে ধারাবাহিকভাবে ইসলামের বিধিবিধান সংবলিত হাদীসসমূহ সংকলন করা হচ্ছে। **সহজ হাদীস পাঠ সিরিজ: ঈমান** বইটি তারই প্রথম রূপ। বইটিতে ঈমান সম্পর্কিত যাবতীয় হাদীস পুনরাবৃত্তি (তাকরার) ব্যতীত হাদীসের প্রসিদ্ধগ্রন্থসমূহ থেকে সরাসরি সংকলন করা হয়েছে। সংকলকের কোন নিজস্ব মতামত যুক্ত করা হয়নি। তবে হাদীসমূহকে সহজে উপস্থাপন করার জন্য পুরো বইটিকে বারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে এবং সর্বশেষ একটি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। বিশ্বনবীর বাণী সংবলিত বইয়ের শুরুতে সংকলক হিসেবে আরো বেশি কিছু বলার ধৃষ্টতা দেখানো অনুচিত। সবশেষে মহান আল্লাহর কাছে সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি, অতপর সকল মুসলিম ভাই-বোনদের নিকট দোয়া চেয়ে আমার কথা শেষ করছি।

ইমরান মাহমুদ

সংকলক, রায়েরবাগ, ঢাকা

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ	**পৃষ্ঠা**
পরিচ্ছেদ: এক: ইসলামের প্রথম ভিত্তি হলো ঈমান	৫
পরিচ্ছেদ: দুই: ঈমানের মূলকথা হলো- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	৭
পরিচ্ছেদ: তিন: প্রকৃত মুমিনের পরিচয়	১৭
পরিচ্ছেদ- চার: ঈমানের শাখা-প্রশাখা	৩২
পরিচ্ছেদ- পাঁচ: ঈমানের বিপরিত কাজ সমূহ	৩৪
পরিচেছদ- ছয়: নেক আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো ঈমান	৪৩
পরিচ্ছেদ- সাত: ঈমান রক্ষা করার উপায়	৪৮
পরিচ্ছেদ- আট: সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম কাজ হলো ঈমান	৫৫
পরিচ্ছেদ- নয়: ঈমানের উপর স্থায়ী হওয়ার জন্য নতুন ঈমান গ্রহণকারীদের উপহার দেওয়া	৫৬
পরিচ্ছেদ- দশ: শেষযুগের ঈমান	৫৭
পরিচ্ছেদ- এগার: পরকালে মুমিনগণের অবস্থা	৬০
পরিচেছদ- বার: তাকদিরের প্রতি ঈমান	৬৩
পরিশিষ্ট	৬৬

পরিচ্ছেদ- এক: ইসলামের প্রথম ভিত্তি হলো ঈমান

১. ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১। আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান। ২। নামাজ কায়েম করা ৩। যাকাত দেওয়া ৪। হাজ্জ করা ৫। রামাদান এর রোজা পালন করা। বুখারি (ইফা)-৭

২. ত্বলহাহ ইবনু ‘উবাইদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক নাজদবাসী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মৃদু আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কী বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ‘দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত’। সে বলল, ‘আমার উপর এ ছাড়া আরো সালাত আছে?’তিনি বললেনঃ ‘না, তবে নফল আদায় করতে পার।’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ‘আর রমাযানের রোজা। সে বলল, ‘আমার উপর এছাড়া আরো রোজা আছে?’তিনি বললেনঃ ‘না, তবে নফল আদায় করতে পার।’ বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, ‘আমার উপর এছাড়া আরো আছে?’তিনি বললেনঃ ‘না; তবে নফল হিসেবে দিতে পার।’ বর্ণনাকারী বলেন, ‘সে ব্যক্তি এই বলে চলে গেলেন; ‘আল্লাহর শপথ‘‘ আমি এর চেয়ে বেশিও করব না এবং কমও করব না।’ তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ‘সে সফল হবে যদি সত্য বলে থাকে।’ বুখারি- ৪৪ (ইফা), ৪৬ (তাওহীদ), মুসলিম- ৮ (ইফা), ১১ (হাদীস একাডেমী), আবু দাউদ- ৩৯১ (ইফা)

৩. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার ব্যাপারে

আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। তাই আমরা চাইতাম যে, গ্রাম থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাদের কাছে আপনার দূত এসে বলেছে, আপনি দাবি করেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসুল হিসাবে পাঠিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, আসমান কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেনঃ আল্লাহ। আগন্তুক বলল, যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ। আগন্তুক বলল, এসব পর্বতমালা কে স্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কে সৃষ্টি করেছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ। আগন্তুক বলল, কসম সেই সত্তার! যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসব পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। আল্লাহই আপনাকে রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ।আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহ-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের উপর আমাদের মালের যাকাত দেওয়া ফরয। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ঠিকই বলেছে। আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহ-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, প্রতি বছর রমযান মাসের রোযা পালন করা আমাদের উপর ফরয। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তার কসম, আল্লাহ-ই কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের মধ্যে যে বায়তুল্লায় যেতে সক্ষম তার উপর হাজ্জ ফরয। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সত্যি

বলেছে। রাবী বলেন যে, তারপর আগন্তুক চলে যেতে যেতে বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম, আমি এর অতিরিক্তও করব না এবং এর কমও করব না। এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে। মুসলিম (ইফা)- ১০

৪. ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মু'আয (রাঃ) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামেনের প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে এ কথার আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে দিনে এবং রাতে আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। তারা এ কথাটি মেনে নিলে, সাবধান, যাকাত হিসেবে তুমি তাদের থেকে বাছাই করে উত্তমগুলো নিবে না। আর মযলুমের বদ দুআ থেকে সাবধান! কেননা আল্লাহর ও মযলুমের দুআর মধ্যে কোন অন্তরায় নেই। মুসলিম (ইফা)- ২৯

৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি বিষয় ঈমানের মূল ভিত্তি বা স্তম্ভ। (১) যে ব্যক্তি *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'*স্বীকার করে নেয়, তার প্রতি আক্রমণ করা হতে বিরত থাকা; কোন গুনাহের দরুন তাকে কাফির বলে মনে করবে না এবং কোন 'আমালের কারণে তাকে ইসলাম হতে খারিজ মনে করবে না (যে পর্যন্ত না তার দ্বারা সুস্পষ্ট কোন কুফরী কাজ করা হয়)। (২) যেদিন হতে আল্লাহ আমাকে নাবী করে পাঠিয়েছেন, সেদিন থেকে এ উম্মাতের শেষ দিকের লোকেরা দাজ্জালের সাথে জিহাদ করা পর্যন্ত চলতে থাকবে

তথা কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলবে। কোন অত্যাচারী শাসকের অবিচার অথবা কোন সুবিচারী বাদশার ইনসাফ এ জিহাদকে বাতিল করতে পারবে না এবং (৩) তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস। আবূ দাউদ, মিশকাত- ৫৯

পরিচ্ছেদ- দুই: ঈমানের মূলকথা হলো- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

৬. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) খলীফা হলে আরবের একদল লোক কাফির হয়ে যায়। উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কাছে আরয করলেন, আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই-এ কথা স্বীকার না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই - এ কথা স্বীকার করবে, সে আমার থেকে তার জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করল। তবে শরীআতসম্মত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা; তার হিসাব তো আল্লাহর কাছে। আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব, যে ব্যক্তি নামাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি উটের রশি দিতেও অস্বীকার করে, যা তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যামানায় যাকাত হিসাবে দিত, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ আবূ বকর (রাঃ) এর বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমিও উপলব্ধি করলাম যে, এ-ই হক তথা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই এই মুহূর্তে উচিত। মুসলিম: (ইফা)৩২

৭. সাঈদ ইবনু মুসায়্যাব (রহঃ)-এর সুত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে উপস্থিত হলেন। সেখানে আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু আবূ উমায়্যা ইবনু মুগীরাকে দেখতে পেলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে চাচাজান! আপনি

কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য (এর উসিলায়) সাক্ষ্য দিব। আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু আবূ উমায়্যা বলল, হে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। আবূ তালিব শেষ কথাটি এ বললেন যে, তিনি আবদুল মুত্তালিবের দ্বীনের উপরই রয়েছেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- বলতে অস্বীকার করলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনার জন্য অবশ্যই ইসতিগফার- করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়, এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেনঃ (অর্থ) আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী এবং মুমিনদের সঙ্গত নয় যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী। (সূরা তাওবাঃ ১১৩) আর আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে আবূ তালিবের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে লক্ষ করে ইরশাদ করেনঃ (অর্থ) (হে রাসুল) আপনি যাকে চাইবেন তাকে পথ দেখাতে পারবেন না কিন্তু আল্লাহ পথ দেখান, যাকে ইচ্ছা করেন। আর তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন, কাদের ভাগ্যে হিদায়াত আছে সে সম্পর্কে। মুসলিম (ইফা)- ৩৯

৮. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাকে বললেন, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- বলুন, কিয়ামত দিবসে আপনার পক্ষে আমি সাক্ষ্য দেব! তিনি বললেন, কুরায়শ গোত্র এই বলে আমার নিন্দা করবে যে, আবূ তালিব ভীত হয়ে এ কথা বলেছেন, এ আশঙ্কা যদি না থাকত, তাহলে আমি কালিমা তাওহীদ পাঠ করে তোমার চোখ জুড়াতাম। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ নাযিল করেনঃ (অর্থ) "আপনি যাকে চাইবেন পথ দেখাতে পারবেন না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান।"মুসলিম (ইফা)- ৪২

৯. উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি -লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে ইন্তেকাল করবে, সে জান্নাতে

প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ গুনাহগার হলেও ক্ষমা লাভ অথবা শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে যাবে) মুসলিম (ইফা)- ৪৩

ব্যাখ্যা: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই কেউ যদি আসলেই এমন বিশ্বাস নিয়ে মারা যান তাহলে সে এক দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে শিরকের সাথে লিপ্ত থাকলে ভিন্ন কথা। আর জীবনে চলার পথে ব্যক্তি যত অন্যায় করেছে সেগুলো আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন। তবে বান্দার হক নষ্ট করে থাকলে সেক্ষেত্রে বান্দার হক আদায় করেই মুক্তি পেতে হবে অন্যথায় শাস্তি ভোগ করার পরই কেবল জান্নাতে যাওয়া যাবে।

১০. যায়দ ইবনু ওয়াহ্ব (রহ.) বলেন, আল্লাহর কসম! আবূ যার রাবাযাহ নামক স্থানে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে এশার সময় মাদ্বীনায় হাররা নামক স্থান দিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা উহুদ পাহাড়ের সম্মুখীন হলে তিনি আমাকে বললেনঃ হে আবূ যার! আমি এটা পছন্দ করিনা যে, আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আসুক। আর ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছাড়া এক দ্বীনার পরিমাণ সোনাও একরাত অথবা তিনরাত পর্যন্ত আমার হাতে তা থেকে যাক। বরং আমি পছন্দ করি যে, আমি এগুলো আল্লাহর বান্দাদের এভাবে বিলিয়ে দেই। (কীভাবে দেবেন) তা তাঁর হাত দিয়ে তিনি দেখালেন।

তারপর বললেনঃ হে আবূ যার! আমি বললামঃ লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেনঃ দুনিয়াতে যার বেশি ধন, আখিরাতে তারা হবে অনেক কম সাওয়াবের অধিকারী। তবে যারা তাদের সম্পদকে এভাবে এভাবে বিলিয়ে দেবে, তারা হবে এর ব্যতিক্রম। তারপর তিনি আমাকে বললেনঃ আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত, হে আবূ যার! তুমি এ স্থানেই থাকো। এখান থেকে কোথাও যেয়োনা। এরপর তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন, এমনকি আমার অদৃশ্যে চলে গেলেন। এমন সময় একটা শব্দ শুনলাম। এতে আমি ভয় পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

কোন বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন কিনা? তাই আমি সেদিকে এগিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা- যে কোথাও যেয়োনা- মনে পড়লো এবং আমি থেমে গেলাম।

এরপর তিনি ফিরে আসলে আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটা আওয়ায শুনে ভীত হয়ে পড়লাম যে, আপনি সেখানে গিয়ে কোন বিপদে পড়লেন কিনা। কিন্তু আপনার কথা স্মরণ করে থেমে গেলাম। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তিনি ছিলেন জিবরীল। তিনি আমার নিকট এসে সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মাতের মধ্যে যে লোক আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সে ব্যক্তি ব্যভিচার করে? যদিও সে ব্যক্তি চুরি করে? তিনি বললেনঃ সে যদিও ব্যভিচার করে, যদিও চুরি করে থাকে তবুও। বুখারি (তাওহীদ)- ৬২৬৮

১১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে একটি সফরে ছিলাম। এক পর্যায়ে দলের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল। পরিশেষে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কিছু সংখ্যক উট যবেহ করার ইচ্ছা করলেন।রাবী বলেন যে, এতে উমর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি আপনি সকলের রসদ সামগ্রী একত্র করে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, তবে ভাল হতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন। যার কাছে গম ছিল সে গম এবং যার কাছে খেজুর ছিল সে খেজুর নিয়ে হাযির হল, মুজাহিদ আরো বর্ণিত যে, যার কাছে খেজুরের আটি ছিল, সে তাই নিয়ে হাযির হল। আমি (তালহা) আরয করলাম, আটি দিয়ে কি করতেন? তিনি বললেন, তা চুষে পানি পান করতেন বর্ণনাকারী বললেন, তারপর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রীর উপর দুআ করলেন। রাবী বলেন, অবশেষে লোকেরা রসদে নিজেদের পাত্র পূর্ণ করে নিল। রাবী বলেন যে, তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর

রাসুল। যে এ দুটি বিষয়ের প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম (ইফা)- ৪৫

১২. আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে এনে হাযির করবেন। তার সামনে নিরানব্বইটি (আমলের) নিবন্ধন খাতা খুলে দিবেন। এক একটি নিবন্ধন খাতা হবে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর তিনি তাকে বলবেনঃ এর একটি কিছুও কি অস্বীকার করতে পার? আমার সম্মানিত লেখকগণ কি তোমার উপর কোন জুলুম করেছে? লোকটি বলবেঃ না, হে আমার পরওয়ারদিগার।আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার কিছু বলার আছে কি? লোকটি বলবেঃ না, হে পরওয়ারদিগার।তিনি বলবেনঃ হ্যাঁ, আমার কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আজ তো তোমার উপর কোন জুলুম হবে না।তখন একটি ছোট্ট কাগজের টুকরা বের করা হবে। এতে আছে 'আশহাদু আনলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন ইলাহা নেই আল্লাহ্ ছাড়া আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ চল, এর ওযন দেয়া যাক। লোকটি বলবেঃ ওহে আমার রব, এই একটি ছোট্ট টুকরা আর এতগুলো নিবন্ধন খাতা। কোথায় কি? তিনি বলবেনঃ তোমার উপর অবশ্যই কোন জুলুম করা হবে না।অনন্তর সবগুলো নিবন্ধন খাতা এক পাল্লায় রাখা হবে আর ছোট্ট সেই টুকরাটিকে আরেক পাল্লায় রাখা হবে। (আল্লাহর কি মহিমা) সবগুলো দপ্তর (ওযনে) হালকা হয়ে যাবে আর ছোট্ট টুকরাটিই ভারি হয়ে যাবে। আল্লাহর নামের মুকাবেলায় কোন জিনিসই ভারি হবে না তিরমিযি- ২৬৪০ (ইফা), ইবনু মাজাহ- ৪৩০০

১৩. সুনাবিহ (র) উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, সুনাবিহ (রহঃ) বলেন, আমি উবাদার কাছে গেলাম, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, আমি কেঁদে ফেললাম। আমাকে বললেন, চুপ থাক, কাঁদছ কেন? আল্লাহর শপথ! যদি আমাকে

সাক্ষী বানানো হয়, তাহলে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবো, যদি আমাকে সুপারিশকারী বানানো হয়, তাহলে অবশ্যই আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব এবং যদি আমার সাধ্য থাকে, তবে আমি তোমার উপকার করব। তারপর উবাদা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত একটি হাদীস ছাড়া সব হাদীসই তোমাদের শুনিয়েছি, যাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। তোমাদের কাছে সে হাদীসটি আজ বর্ণনা করছি, কেননা আজ আমি মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তাঁর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। মুসলিম (ইফা)- ৪৯

১৪. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসা ছিলাম। আমাদের মধ্যে আবূ বকর ও উমর (রাঃ)-ও ছিলেন। এমন সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে গেলেন। তিনি আমাদের মাঝে আসতে দেরী করলেন। এতে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি কোন বিপদে পড়লেন কিনা। আমরা ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভীত-সন্ত্রস্তদের মধ্যে আমি ছিলাম প্রথম। তাই আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। তালাশ করতে করতে বনী নাজ্জার গোত্রের আনসারদের বাগানের কাছে পৌছলাম।আমি বাগানের চারদিকে ঘুরে কোন দরজা পেলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম বাইরের কুয়া থেকে একটি নালা বাগানের ভিতর প্রবেশ করেছে। আমি নিজেকে শিয়ালের মত সংকুচিত করে নালার পথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি আরয করলাম, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কি? আমি আরয করলাম, আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। তারপর আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে এলেন। আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে আমাদের অবর্তমানে আপনি কোন

বিপদে পড়লেন কি না? এ আশঙ্কায় আমরা সকলেই ভীত হয়ে পড়লাম। আমি সর্বপ্রথম বেরিয়ে গিয়ে এ বাগানে উপস্থিত হই, আমি শিয়ালের মত সংকুচিত হয়ে এ বাগানে প্রবেশ করি। আর সেসব লোক আমার পেছনে রয়েছেন।তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হে আবূ হুরায়রা বলে তার পাদুকা জোড়া প্রদান করলেন, আর বললেন, আমার এ পাদুকা জোড়া নিয়ে যাও এবং বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হয় তাকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, সে জান্নাতী হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, বাইরে এসে প্রথমেই উমরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা! এ জুতা জোড়া কী? আমি বললাম, এ তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পাদুকা মুবারক। তিনি আমাকে এ দুটি দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, তাকে যেন জান্নাতের সুসংবাদ দেই। একথা শুনে উমর (রাঃ) আমার বুকে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, আমি পেছনে পড়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন, ফিরে যাও, হে আবূ হুরায়রা!আমি কাঁদো কাঁদো অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে ফিরে এলাম। আর সাথে সাথে উমরও আমার পিছনে পিছনে এলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবূ হুরায়রা! তোমার কি হয়েছে? আরয করলাম, উমর (রাঃ)-এর সাথে আমার দেখা হয়। আপনি যা বলে আমাকে পাঠিয়েছিলেন আমি তা উমরকে জানাই। এতে তিনি আমার বুকে আঘাত করলেন যে আমি পিছনের দিকে পড়ে যাই। তিনি আমাকে ফিরে আসতে বলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমর! কি সে তোমাকে এ কাজে উত্তেজিত করেছে? তিনি উত্তর দিলেনঃ হে আল্লাহর রাসুল! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক। আপনি কি আপনার পাদুকা মুবারকসহ আবূ হুরায়রাকে পাঠিয়েছেন যে, তার সাথে যদি এমন লোকের সাক্ষাৎ হয়, যে আন্তরিকতার সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। উমর (রাঃ) বললেন, এরূপ করতে যাবেন না। আমি আশঙ্কা করি যে, লোকেরা এর

উপরই ভরসা করে বসে থাকবে; আপনি তাদের ছেড়ে দিন, তারা আমল করুক। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আচ্ছা, তাদের ছেড়ে দাও। মুসলিম (ইফা)- ৫৪

১৫. মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন, যদি আমি কোন কাফিরের সম্মুখীন হই এবং সে আমার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, তার তলোয়ার দ্বারা আমার একটি হাত উড়িয়ে দেয়, এরপর কোন গাছের আড়ালে গিয়ে বলে আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম তা হলে ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ কথা বলার পরও আমি কি তাকে কতল করতে পারি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে হত্যা করো না। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলে এ কথা বলেছে, তবুও কি আমি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেনঃ না, হত্যা করতে পারবে না। যদি তুমি তাকে হত্যা কর (তবে) এ হত্যার পূর্বে তোমার যে অবস্থান ছিল সে ব্যক্তি সে স্থানে পৌঁছবে এবং কালিমা পড়ার আগে সে ব্যক্তি যে অবস্থানে ছিল তুমি সে স্থানে পৌঁছবে। বুখারি- ৩৭২৭ (ইফা), ৪০১৯ (তাওহীদ), ৩৭২০ (আধুনিক)

ব্যাখ্যা: *লড়াইক্ষেত্রে কোন শত্রু ইসলামের ঘোষণা দিলে তাকে হত্যার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।*

১৬. উসামা ইবনু যায়িদ ইবনু হারিছা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহায়না গোত্রের হুরাকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের পাঠালেন। আমরা অতি প্রত্যুষে সে সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করলাম এবং আমরা তাদের পরাজিত করলাম। আমি এবং একজন আনসার একজনশত্রুকেধাওয়া করলাম। আমরা যখন তা কে ঘিরে ফেললাম তখন সে " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" বলল আনসার তার মুখে কালিমা শুনে বিরত হলেন। কিন্তু আমি তাকে

বল্লম দ্বারা এমন আঘাত করলাম যে, তাকে মেরেই ফেললাম। আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এ খবরটি পৌছল। তিনি আমাকে ডেকে বললেনঃ হে উসামা! তুমি কি তাকে لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله বলার পরেও হত্যা করে ফেলেছ? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে ব্যক্তি তো আত্নরক্ষার জন্য একথা বলেছিল। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার বললেনঃ তুমি কি তাকে لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله বলার পরে হত্যা করেছ? এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার আমার প্রতি একথা বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমার মনে এ আকাঙ্ক্ষা উদয় হল যে, হায়! যদি আজকের দিনের আগে আমি ইসলাম ধর্মগ্রহণ না করতাম। বুখারী- ৪২৬৯, ৬৮৭২ (তাওহীদ), ৬৪০৬ (ইফা), মুসলিম, রিয়াযুস স্বা-লিহীন ৩৯৮

১৭. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতেন। আযান শোনার অপেক্ষা করতেন। আযান শুনতে পেলে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন। আযান শুনতে না পেলে আক্রমণ করতেন। একবার তিনি কোন এক ব্যক্তিকে اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ বলতে শুলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ফিতরাত (দ্বীন ইসলাম) এর উপর রয়েছ। এর পর সে ব্যাক্তি أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ বলল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে এলে। সাহাবায়ে কিরাম লোকটির প্রতি লক্ষ করে দেখতে পেলেন যে, সে ছিল একজন ভেড়ার রাখাল। মুসলিম (ইফা)- ৭৩৩

১৮. ইবনু শামাসা আল মাহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা আমর ইবনু আস (রাঃ)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে দেখতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ কাঁদছিলেন। তার পুত্র তাঁকে তাঁর সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদের উল্লেখ পূর্বক সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, আব্বা! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেননি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক

সুসংবাদ দেননি? রাবী বলেন, তখন তিনি পুত্রের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, আমার সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" এ কালিমার সাক্ষ্য দেয়া। আর আমি অতিক্রম করেছি আমার জীবনের তিনটি পর্যায়।

এক সময় তো আমি এমন ছিলাম যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিরুদ্ধাচরণে আমার চেয়ে কঠোরতর আর কেউই ছিল না। আমি যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাতের কাছে পেতাম আর হত্যা করতে পারতাম, এ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ভাবনা। যদি সে অবস্থায় আমার মৃত্যু হতো, তবে নিশ্চিত আমাকে জাহান্নামে যেতে হতো।

এরপর আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি বায়আত করতে চাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমর, কি ব্যাপার? বললাম, পূর্বে আমি শর্ত করে নিতে চাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ কী শর্ত করবে? আমি উত্তর করলাম, আল্লাহ যেন আমার সব গোনাহ মাফ করে দেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমর! তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল পাপ মিটিয়ে দেয়। হিজরত পূর্বের গোনাহসমুহ মিটিয়ে দেয় এবং হাজ্জ (হজ্জ)ও পূর্বের সকল গোনাহ মিটিয়ে দেয়। আমর বলেন, এ পর্যায়ে আমার অন্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ ছিল না। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তার প্রতি চোখ ভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দেহ আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয়, তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ চোখভরে আমি কখনোই তাঁর প্রতি তাকাতে পারি নি। ঐ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হতো তবে অবশ্যই আমি জান্নাতী হওয়ার আশাবাদী থাকতাম।

পরবর্তীকালে আমরা নানা বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েছি, তাই জানিনা, এতে আমার অবস্থান কোথায়? সুতরাং আমি যখন মারা যাব, তখন কোন বিলাপকারিনী অথবা আগুন যেন আমার জানাযার সাথে না থাকে। আমাকে যখন দাফন করবে তখন আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে এবং দাফন সেরে একটি উট যবাই করে তার গোশত বন্টন করতে যে সময় লাগে, ততক্ষণ আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে। যেন তোমাদের উপস্থিতির কারণে আমি আতঙ্কমুক্ত অবস্থায় চিন্তা করতে পারি যে, আমার প্রতিপালকের দূতের কী জবাব দেব। মুসলিম- ২২১ (ইফা)

১৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি শপথ করে এবং তার শপথে বলে লাত ও উযযার শপথ, তাহলে সে যেন لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ বলে, আর যে তার বন্ধুকে বলেঃ এসো আমি তোমার সাথে জুয়া খেলবো সে যেন সদাকাহ করে। বুখারি (ইফা)- ৫৮৬৩

পরিচ্ছেদ- তিন: প্রকৃত মুমিনের পরিচয়

২০. আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না এবং তোমার সাথে খাদ্য গ্রহণ করার সময় আল্লাহ ভীরু লোক ছাড়া যেন অন্য কেউ না খায়। তিরমিযী- ২৩৯৫, আবূ দাঊদ, মিশকাত- ৫০১৮

২১. আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে। সহীহুল বুখারী- ৯, ৬০৪০ (ইফা), ১০, ৬৪৮৪ (তাওহীদ), মুসলিম, আবূ দাউদ- ২৪৮১, রিয়াযুস স্বালিহীন- ১৫৭৩

২২. আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামে কোন্ জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেনঃ যার জিহবা ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। বুখারি (ইফা)- ১০

২৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একজন পূর্ণ মু'মিন তিরস্কারকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীল গালমন্দকারী, অহঙ্কারী ও বাচাল হতে পারে না। মিশকাত- ৪৮৪৭, তিরমিযী- ১৯৭৭, আদাবুল মুফরাদ

২৪. আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিনকে বিশ্বাস ভঙ্গ ও মিথ্যা ব্যতীত অন্য যে কোন স্বভাবে তৈরি করা হয়। (অর্থাৎ এই দুটো দোষ কোন মুমিন ব্যক্তির মধ্যে থাকেনা) অন্য বর্ণনায় আরো আছে- একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ঈমানদার কি ভীরু হতে পারে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "হ্যাঁ"। জিজ্ঞেস করা হলো, ঈমানদার কি কৃপণ হতে পারে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "হ্যাঁ"। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, ঈমানদার কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "না"। মিশকাত- ৪৮৬০,৪৮৬২

২৫. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন নয়, যে পেট ভরে খায় অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। মিশকাত- ৪৯৯১, শু'আবুল ঈমান

২৬. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা আমাকে এমন একটা গাছের নাম বল, যার দৃষ্টান্ত মুসলিমের মত।

তা সর্বদা তার প্রতিপালকের নির্দেশে খাদ্য দান করে, আর এর পাতাও ঝরেনা। তখন আমার মনে হল যে, এটি খেজুর গাছ। কিন্তু যেহেতু সে স্থানে আবূ বাকর ও ‘উমার (রাঃ) উপস্থিত থেকেও কথা বলছিলেন না, তাই আমিও কথা বলা পছন্দ করিনি। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বললেন, সেটি হলো খেজুর গাছ।

তারপর যখন আমি আমার আব্বার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম, তখন আমি বললাম আববা! আমার মনেও খেয়াল এসেছিল যে, এটা নিশ্চয়ই খেজুর গাছ। তিনি বললেনঃ তোমাকে তা বলতে কিসে বাধা দিয়েছিল? যদি তুমি তা বলতে, তাহলে এ কথা আমার কাছে এত এত ধন-সম্পদ পাওয়ার চেয়েও অধিক প্রিয় হতো। তিনি বললেনঃ আমাকে শুধু একথাই বাধা দিয়েছিল যে, আমি দেখলাম, আপনি ও আবূ বাকর (রাঃ) কেউই কথা বলছেন না। তাই আমিও কথা বলা পছন্দ করলাম না। বুখারি- ৫৭১৩ (ইফা)

২৭. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ এক গর্ত থেকে মু’মিনকে দু’বার দংশন করা যায় না। (অর্থাৎ মুমিনগণ সর্বদা সচেতন থাকে; তারা একই অন্যায় বা পাপ বারবার করেনা) বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৫০৫৩

২৮. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) ধূলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন বান্দার মধ্যে কখনো একত্র হতে পারে না। অনুরূপভাবে মনের সংকীর্ণতা ও ঈমানও কোন বান্দার মধ্যে কখনো একত্র হতে পারে না। নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আদাবুল মুফরাদ- ২৮১

২৯. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে। বুখারি (ইফা)- ১২

৩০. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার হবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কে সে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট বা খারাপি থেকে নিরাপদ নয়। বুখারী ও মুসলিম, রিয়াযুস স্বা-লিহীন- ৩১০

৩১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার ভাল কথা বলা উচিত, অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। মুসলিম (ইফা)- ৭৯

৩২. আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সেই আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানাদির চেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র হই। (অর্থাৎ প্রকৃত মুমিন হতে চাইলে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতে হবে রাসূলের আদর্শকে) বুখারি (ইফা)- ১৩

৩৩. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ মু'মিন ব্যক্তি হল সে ব্যক্তি যার

আখলাক ও চরিত্র সুন্দর এবং যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবারের প্রতি অধিক দয়ালু। তিরমিজী (ইফা)- ২৬১৩

৩৪. মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। একদিন চলার সময় আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে গেলাম। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমাকে জান্নাতে দাখিল করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। তিনি বললেনঃ তুমি তো বিরাট একটা বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য তা সহজ করে দেন তার জন্য বিষয়টি অবশ্য সহজ। আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না। সালাত (নামায) কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোজা পালন করবে, বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে।এরপর তিনি বললেনঃ সব কল্যাণের দ্বার সম্পর্কে কি আমি তোমাকে দিক-নির্দেশনা দিব? সিয়াম হল ঢালস্বরূপ, পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয় তেমনি সাদকাও গুনাহসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, আর হল মধ্য রাতের সালাত (নামায)। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ মু'মিনরা গভীর রাতে শয্যা ত্যাগ করে আশায় ও আশংকায় তাদের পরওয়ারদিগারকে ডাকে এবং আমি তাদের যে রিযক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন সুখকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। (সাজদা: ১৬-১৭)। তারপর বললেনঃ তোমাকে এই সব কিছুর মাথা ও বুনিয়াদ এবং সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ স্বরূপ আমল সম্পর্কে অবহিত করব কি? আমি বললাম, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেনঃ সব কিছুর মাথা হল ইসলাম, বুনিয়াদ হল সালাত (নামায) আর সর্বোচ্চ শীর্ষ হল জিহাদ। এরপর বললেনঃ এ সব কিছুর মূল পুঁজি সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব কি? আমি বললামঃ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে বললেনঃ এটিকে সংযত রাখ। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্র নবী, আমরা যে কথাবার্তা বলি সেই কারণেও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেনঃ তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মু'আয! লোকদের নিম্নমুখে

জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য এই জিহবার কামাই ছাড়া আর কী আছে ? সূনান তিরমিজী (ইফা)- ২৬১৭, ইবনু মাজাহ- ৩৯৭৩

ব্যাখ্যা:*"তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক" এই কথাটি আরবের লোকেরা তাদের কথার ফাঁকে ফাঁকে বলে থাকে ধমক প্রদান বা তিরস্কার করার জন্য বা মনোযোগ আকর্ষণার্থে।*

৩৫. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেঃ ১। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া; ২। কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসা; ৩। কুফরীতে ফিরে যাওয়া আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপছন্দ করা। বুখারি- ১৫, ২০ (ইফা), ১৬, ২১

৩৬. বারাআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে বলেছেনঃ মুমিনরাই তাদের মুহব্বত করে থাকে এবং মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যারা তাঁদের ভালবাসে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আল্লাহ তাদের ঘৃণা করেন। মুসলিম- ১৪১ (ইফা), ১৪৫ (ইসলামিক সেন্টার), ১৪০ (হাদীস একাডেমী), সূনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩

৩৭. ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়সারকে ইসলামের প্রতি আহবান সম্বলিত চিঠি লেখেন এবং দেহইয়া কালবীর (রাঃ) এর মারফত সে চিঠি পাঠান এবং তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন যেন তা বুসরার গভর্নরের কাছে অর্পন করেন, যাতে তিনি তা কায়সারের কাছে পৌছিয়ে দেন। আল্লাহ যখন পারস্যের সৈন্য বাহিনীকে কায়সারের এলাকা থেকে হটিয়ে দেন, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের এই শুকরিয়া হিসাবে কায়সার হিমস থেকে পায়ে হেঁটে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করেন। এ সময় তাঁর নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিঠি এস পৌছলে তা পাঠ করে

তিনি বললেন যে, তাঁর গোত্রের কাউকে খোঁজ কর যাতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে, সে সময় আবূ সুফিয়ান (রাঃ) কুরাইশদের কিছু লোকের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। এ সময়টি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কাফির কুরাইশদের মধ্যে সন্ধির যুগ। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কায়সারের সেই দূতের সঙ্গে সিরিয়ার কোন স্থানে আমাদের দেখা হলে সে আমাকে আমার সঙ্গী-সাথী সহ বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। তারপর আমাদের কায়সারের নিকটে হাজির করা হল। তখন কায়সার মুকুট পরিধান করে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রোমের বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ তাঁর পার্শ্বে ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদের জিজ্ঞাসা কর, যিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন, এদের মধ্যে তাঁর নিকটাত্মীয় কে?

আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বললেন, আমি বললাম বংশের দিক দিয়ে আমি তাঁর সর্বাধিক নিকটতম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ও তাঁর মধ্যে কি ধরনের আত্মীয়তা রয়েছে? আমি বললাম, তিনি আমার চাচাতো ভাই। সে সময় উক্ত কাফেলায় আমি ছাড়া আবদ মানাফ গোত্রের আর কেউ ছিল না। কায়সার বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারপর বাদশাহর নির্দেশে আমার সকল সঙ্গীকে আমার পেছনে কাঁধের কাছে সমবেত করা হল। এরপর কায়সার দোভাষীকে বললেন, লোকটির সাথীদের জানিয়ে দাও, আমি তার কাছে সেই লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যিনি নবী বলিয়া দাবী করেন। যদি সে মিথ্যা বলে, তবে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ না করতাম যে, আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে, তাহলে তাঁর প্রশ্নের জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু (মিথ্যা) কথা বলতাম। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমার সঙ্গীরা আমি মিথ্যা বলেছি প্রচার করবে। ফলে আমি সত্যই বললাম।

তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, জিজ্ঞাসা করো, তোমাদের মধ্যে নবীর বংশ মর্যাদা কিরূপ? আমি বললাম, আমাদের মধ্যে তিনি উচ্চ বংশীয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বংশের অন্য কোন লোক কি ইতিপূর্বে এরূপ দাবী করেছে? জবাব দিলাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর এ নবুওয়াতের আগে কোন সময় কি তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে তোমরা অভিযুক্ত করেছ? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পূর্ব পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা? আমি বললাম, বরং দুর্বলরাই। তিনি বললেন, এদের সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করার পর কেউ কি সে দ্বীনের প্রতি অপছন্দ করে তা পরিত্যাগ করেছে? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তির মেয়াদে আছি এবং আশঙ্কা করছি যে, তিনি তা ভঙ্গ করতে পারেন।

আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, আমার বক্তব্যে এই কথা ব্যতীত এমন কোন কথা লুকানো সম্ভব হয়নি। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খাটো করা হয় আর আমার প্রতি অপপ্রচারেরআশংকা না হয়। কায়সার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে এবং তিনি কি তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি বললাম যুদ্ধ কূয়ার বালতির মত। কখনো তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হন, কখনো আমরা তাঁর উপর বিজয়ী হই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বিষয়ে আদেশ করেন? আমি বললাম, তিনি আমাদের আদেশ করেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না করতে। আমাদের পিতৃ পুরুষেরা যে সবের ইবাদত করত, তিনি সে সবের ইবাদত করতে আমাদের নিষেধ করেন। আর তিনি আমাদের আদেশ করেন সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করতে; সাদকা দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে এবং আমানত আদায় করতে।

আমি তাকে এসব জানালে তিনি দোভাষীকে আদেশ দিলেন, তাকে বলো, আমি তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি বলেছ যে, তিনি উচ্চ বংশীয়। সেরূপই রাসূলগণ, তাঁদের কাওমের উচ্চ বংশেই প্রেরিত হন। আমি তোমাদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম যে, তোমাদের কেউ কি ইতিপূর্বে এ ধরনের দাবী করেছে? তুমি বললে, না। তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে যদি কোন ব্যাক্তি এরূপ কথা বলে থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, লোকটি পূর্ব কথিত একটি কথারই অনুসরণ করেছে। আমি জানতে চেয়েছি, তাঁর এ (নবুওয়্যাত) দাবীর পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলে? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝতে পেরেছি যে, যে ব্যাক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন, এমন হতে পারে না।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? তুমি বলেছ, না। আমি বলছি, যদি তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ বাদশাহ থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, সে পিতৃ পুরুষদের রাজত্ব উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি যে, প্রভাশালী লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা? তুমি বলেছ, দুর্বলরাই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের (দুর্বল) লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। ঈমান এভাবেই (বাড়তে বাড়তে) পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর দ্বীন গ্রহণ করার পর কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা পরিত্যাগ করেছে? তুমি বলেছ, না। ঈমান এরূপই হয়ে থাকে, যখন তা হৃদয়ের গভীরে পৌছে, তখন কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি কি চুক্তিভঙ্গ করেন? তুমি বলেছ, না। ঠিকই রাসূলগণ কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছ এবং তিনি কি কখনো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন? তুমি বলেছ, করেছেন। তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার লড়াই কূপের বালতির মতো। কখনো

তোমরা তাঁর উপর জয়ী হয়েছ, আবার কখনো তিনি তোমাদের উপর জয়ী হয়েছেন। এভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাঁদেরই অনুকূল হয়। আমি আরো জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদের কি কি বিষয়ে আদেশ করে থাকেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের আদেশ করেন যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না কর। আর তিনি তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যে সবের ইবাদত করত তা থেকে নিষেধ করেন আর তোমাদের নির্দেশ দেন, সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করতে, সাদকা দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে, আমানত আদায় করতে। এসব নবীগণের গুণাবলী।

আমি জানতাম, তাঁর আগমন ঘটবে। কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন, সে ধারণা আমার ছিল না। তুমি যা যা বললে, তা যদি সত্য হয়, তবে অচিরেই তিনি আমার এই পায়ের নীচের জায়গার মালিক হয়ে যাবেন। আমি যদি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর কাছে পৌছতে পারবো, তবে কষ্ট করে তাঁর সাক্ষাতের চেষ্টা করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম, তবে তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দিতাম।

আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, তারপর তিনি তাঁর পত্রখানি চেয়ে নিলেন। তা পাঠ করে শোনানো হল। তাতে ছিলঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি ... যারা হিদায়াতের অনুসরাণ করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে রোমের সমস্ত প্রজার পাপ আপনার উপর বর্তাবে। 'হে কিতাবীগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই,

যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম'।

আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, তার কথা শেষ হলে তার পার্শ্বের রোমের পদস্থ ব্যাক্তিরা চিৎকার করতে লাগল এবং হৈ চৈ করতে লাগল। তারা কি বলছিল তা আমি বুঝতে পারিনি এবং নির্দেশক্রমে আমাদের বের করে দেয়া হল। আমি সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে একান্তে মিলিত হয়ে, তাদের বললাম, নিশ্চয় মুহাম্মদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপার তো বিরাট আকার ধারণ করেছে। এই যে রোমের বাদশাহ তাঁকে ভয় করছে। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! এরপর থেকে আমি অপমানবোধ করতে লাগলাম এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, মুহাম্মদের দাওয়াত অচিরেই বিজয় লাভ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন, অথচ তখনও আমি তা অপছন্দ করছিলাম। (বুখারি: ২৭৩৯)

৩৮. আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেনঃ সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে রিআআ হিসাবে আল্লাহকে, দ্বীন হিসাবে ইসলামকে এবং রাসুল হিসাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে।

মুসলিম- ৫৭ (হাদীস একাডেমী), ৫৮ (ইফা), ৫৯ (ইসলামিক সেন্টার), সূনান তিরমিজী- ২৬২৪ (ইফা), মিশকাত- ৯

৩৯. আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বাতলে দেব না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হবে? তা হল, তোমরা পরস্পর বেশি বেশি সালাম বিনিময় করবে। মুসলিম, মিশকাত-

৪৬৩১ (বাবুস সালাম, কিতাবুল আদাব), কসম সহযোগে অনুরূপ হাদীস: তিরমিজী (ইফা)- ২৬৮৮, আবু দাউদ (ইফা)- ৫১০৩

৪০. যায়িদ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে হুদায়বিয়া প্রান্তরে রাতে (বৃষ্টিপাতের পরে) ফজরের নামাজ আদায় করলেন। নামাজ সম্পন্ন করে তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বললেনঃ তোমরা কি জানো তোমাদের রব কী বলেছেন? তারা উত্তরে বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ কতিপয় বান্দা সকালে উঠেছে আমার প্রতি মুমিনরূপে এবং কতিপয় বান্দা উঠেছে কাফিররূপে। যারা বলেছে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের ফলে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী, আর যারা বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তারা মূলত আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

বুখারি- ৮০৬ (ইফা), ৮৪৬ (তাওহীদ) (কিতাবুল আজান), মুসলিম- ১৩৪ (হাদীস একাডেমী), ১৩৫ (ইফা) (কিতাবুল ঈমান), আবু দাউদ- ৩৯০৬ (কিতাবুত তিব্ব), মিশকাত- ৪৫৯৬

৪১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী তাঁর কাছে এসে বললেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু সন্দেহের উদয় হয়, যা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করতেও মারাত্মক মনে করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেনঃ সত্যই তোমাদের তা হয়? তারা জবাব দিলেন, জ্বী, হ্যাঁ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটিই স্পষ্ট ঈমান। (কারণ ঈমান আছে বলেই সে সম্পর্কে কুমন্ত্রণা ও সন্দেহকে মারাত্মক মনে করা হয়) মুসলিম- ২৩৮ (হাদীস একাডেমী), ২৪০ (ইফা), ২৪৮ (ইসলামিক সেন্টার) (কিতাবুল ঈমান), মিশকাত- ৬৪ (বাবুল ওয়াসওয়াসা, কিতাবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: মানুষের মনে নিজের অজান্তেই অনেক খারাপ কল্পনা, চিন্তা ভাবনা চলে আসে। মনের এসব কুমন্ত্রনার ব্যাপারে সাহাবিরা রাসূল সাঃ এর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন যে; এই কুমন্ত্রণাগুলো এমন যেগুলো বাস্তবায়ন হয়ে গেলে অনেক বড় পাপ হয়ে যাবে। সাহাবীদের উত্তরে রাসূল সা. বলেছিলেন- মানুষের মনে এমন কুমন্ত্রণা বা খারাপ চিন্তা আসাটাই স্বাভাবিক তবে যার ভিতরে ঈমান আছে সে এই খারাপ চিন্তাগুলোকে মারাত্মক অপরাধ মনে করে এবং কোনভাবেই যেন বাস্তবে এমন কাজ না হয়ে যায় সে ব্যাপারে সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকে।

৪২. সালিহ ইবনু সালিহ আল হামদানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইমাম শাবীর কাছে এসে জনৈক খুরাসানী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে দেখলাম। সে বলল, হে আবূ আমর! আমাদের অঞ্চলে কতিপয় খুরাসানীর মতামত হল, যে-ব্যক্তি নিজের দাসীকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিয়ে করল, সে যেন নিজ কুরবানীর উটের উপর সাওয়ার হলো (অর্থাৎ তারা তা নিন্দনীয় কাজ মনে করে)। শা'বী উত্তরে বললেন, আমাকে আবূ বুরদা (রাঃ) তাঁর পিতার সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তিন ধরনের লোককে দ্বিগুন সাওয়াব দান করা হবে।তারা হলঃ (১) যে আহলে কিতাব তথা পূর্ববর্তী কোন নাবীর অনুসারী তার নাবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে পেয়ে তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে সে দ্বিগুন সাওয়াব পাবে। (২) যে দাস আল্লাহ তা'আলার হুকুম আদায় করেছে এবং তার মালিকের হুকুমও আদায় করেছে, সেও দ্বিগুন সাওয়াব লাভ করবে। (৩) যে ব্যক্তি তার দাসীকে উত্তম খাবার দিয়েছে, উত্তমরূপে আদব কায়দা শিখিয়েছে, তারপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; সেও দ্বিগুন সাওয়াবের অধিকারী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর শা'বী উক্ত খুরাসানীকে বললেন, কোন বিনিময় ছাড়াই তুমি এ হাদীস নিয়ে যাও; অথচ এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের জন্যও এক সময় মদিনা পর্যন্ত লোকেরা সফর করত। মুসলিম- ২৮৪ (ইফা) (কিতাবুল ঈমান)

৪৩. আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কাউকে যদি মসজিদের প্রতি মনোযোগী ও রক্ষণাবেক্ষণশীল দেখতে পাও, তবে তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দিতে পার। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "তারাই তো আল্লাহর মসজিদসমূহের আবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসে ঈমান আনে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত দেয় (সূরা তওবা- ১৮)। তিরমিজী- ২৬১৭ (কিতাবুল ঈমান আন রসূলিল্লাহ সাঃ)

৪৪. আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বনু ইসরাঈলের যে অবস্থা এসেছিল আমার উম্মতরাও ঠিক তাদেরই অবস্থায় পতিত হবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উম্মতেরও কেউ তাতে লিপ্ত হবে। বনূ ইসরাঈলরা তো বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মতরা বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। এদের একটি দল ছাড়া সব দলই হবে জাহান্নামী। সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এরা কোন দল? তিনি বললেনঃ আমি এবং আমার সাহাবীরা যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুপথপ্রাপ্ত দলটিও সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিরমিজী (ইফা)- ২৬৪২ (কিতাবুল ঈমান আন রসূলিল্লাহ সঃ)

৪৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আর আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবেহকৃত পশু খায়, সে মুসলিম; যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীতে খিয়ানত করো না। (বুখারি) সূনান নাসায়ী (ইফা)- ৪৯৯৬, সহীহুল জামে'- ৬৩৫০

৪৬. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ খুৎবাহ্ খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথা বলেননি যে, যার আমানাতদারী নেই তার ঈমানও নেই এবং যার কাছে ওয়া'দা বা অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীনও নেই। মিশকাত- ৩৫ (কিতাবুল ঈমান)

৪৭. আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালোবাসে, আর আল্লাহর ওয়াস্তে কারও সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই দান-খয়রাত করে, আবার আল্লাহর ওয়াস্তেই দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকে। সে ঈমান পূর্ণ করতে পেরেছে। আবু দাউদ (ইফা)- ৪৬০৭ (কিতাবুস সুন্নাহ)

৪৮. আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! ঈমান কী? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমাকে নেক (সৎ) কাজ আনন্দ দিবে ও খারাপ (অসৎ) কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু'মিন। আবার সে লোকটি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! খারাপ (অসৎ) কাজ কি? উত্তরে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন কোন কাজ করতে তোমার মনে দ্বিধা ও সন্দেহের উদ্রেক করে তখন মনে করবে এটা গুনাহের কাজ, তখন তা ছেড়ে দিবে। আহমাদ, মিশকাত- ৪৫ (কিতাবুল ঈমান),

৪৯. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য আয়না-স্বরূপ এবং এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য ভাই-স্বরূপ। কাজেই এক মুসলমানের উচিত, অপর মুসলমানকে ক্ষতি হতে রক্ষা করা এবং সে ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার জান-মাল রক্ষা করা। আবূ দাউদ- ৪৯১৮ (কিতাবুল আদাব)

৫০. আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্য ইমারততুল্য, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ বলে তিনি এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। বুখারি (ইফা)- ৪৬৫ (কিতাবুস সালাত)

পরিচ্ছেদ- চার: ঈমানের শাখা-প্রশাখা

৫১. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ যার (রাঃ)-কে বললেনঃ হে আবূ যার! ঈমানের কোন শাখাটি অধিক মজবুত? তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রসূলই অধিক অবগত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করা। মিশকাত- ৫০১৪ (কিতাবুল আদাব)

৫২. আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা.) হতে বর্ণিত। একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জা ত্যাগের জন্য নাসীহাত করছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ ওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। তথা ওকে লজ্জা ত্যাগ করতে বলোনা। বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ (ইফা)- ৪৭২০ (কিতাবুল আদাব), মিশকাত- ৫০৭০

৫৩. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ লজ্জা ঈমানের একটি অংশ, আর ঈমানদার জান্নাতে যাবে। লজ্জাহীনতা অত্যন্ত মন্দ কাজ, আর মন্দ লোক জাহান্নামে যাবে। আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৫০৭৭ (কিতাবুল আদাব)

৫৪. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ লজ্জা ও ঈমানকে এক স্থানে রাখা হয়েছে (অর্থাৎ- এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত)। যখন তাদের মধ্য থেকে একটিকে উঠিয়ে নেয়া হয়, তখন অপরটিকেও উঠিয়ে নেয়া হয়। মিশকাত- ৫০৯৩ (কিতাবুল আদাব)

৫৫. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। অথবা ষাটটিরও কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে "আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই" এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা। মুসলিম (ইফা)- ৬০ (কিতাবুল ঈমান)

৫৬. আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ লজ্জা ও জিহ্বা সংযত রাখা ঈমানের দু'টো শাখা। অপরদিকে অশ্লীল ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা মুনাফিকির দু'টো শাখা। মিশকাত- ৪৭৯৬ (কিতাবুল আদাব)

৫৭. তারিক ইবনু শিহাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের সালাতের পূর্বে মারওয়ান ইবনু হাকাম সর্বপ্রথম খুতবা প্রদান আরম্ভ করেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, খুতবার আগে হবে নামাজ। মারওয়ান বললেন, এ নিয়ম রহিত করা হয়েছে। এতে আবূ সাঈদ (রাঃ) বললেন, 'এ ব্যক্তি তো কর্তব্য পালন করেছে'। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে অথবা মনে মনে উক্ত কাজের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করবে, আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর। মুসলিম (ইফা)- ৮৩ (কিতাবুল ঈমান)

৫৮. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে যখনই কোন জাতির মাঝে নাবী প্রেরণ করেছেন তখনই উম্মাতের মধ্যে তাঁর এমন হাওয়ারী ও সাথী দিয়েছেন, যারা তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে চলতেন, তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। অনন্তর তাদের পরে এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা

মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত না, আর সেসব কর্ম সম্পাদন করত যেগুলোর জন্য তাদেরকে আদেশ করা হয়নি। এদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন। যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথা দ্বারা জিহাদ করবে, তারাও মুমিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরে (ঘৃণা পোষণদ্বারা) জিহাদ করবে তারাও মুমিন। এর বাইরে সরিষার দানার পরিমাণও ঈমান নেই। মুসলিম- ৮৩ (হাদীস একাডেমী), ৮৫ (ইফা) (কিতাবুল ঈমান)

পরিচ্ছেদ- পাঁচ: ঈমানের বিপরিত কাজ সমূহ

৫৯. 'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) (রা.) বর্ণনা করেনঃ ''যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি''- (সূরা আন'আম: ৮২) -এই আয়াত নাযিল হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সহাবীগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুলুম করেনি?' তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেনঃ ''নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে অধিকতর যুলুম'' (৩১:১৩) বুখারি- ৩১ (ইফা), ৩২ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: *উক্ত হাদীসে বর্ণিত সূরা আনআমের আয়াতে জুলুম বলতে আল্লাহর সাথে অন্যকিছুর শিরক করাকে বুঝানো হয়েছে।*

৬০. আহনাফ ইবনু কায়স (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিফফীনের যুদ্ধে আলী (রা.)- কে সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। আবূ বাকরাহ্ (রা.)-এর সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি বললেনঃ 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'আমি আলীকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' তিনি বললেনঃ 'ফিরে যাও। কারণ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল্! এ হত্যাকারী তো অপরাধী, কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ?

তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সেও তার সাথীকে হত্যা করার জন্য ইচ্ছুক ছিল। বুখারি (ইফা)- ২৯ (কিতাবুল ঈমান), ৬৪০৯ (কিতাবুদ দিয়াত)

৬১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিক্কের নিদর্শন তিনটি- (১) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; (২) যখন ওয়া'দা করে, তা ভঙ্গ করে এবং (৩) যখন তার নিকট কোন আমানাত রাখা হয়, তার খিয়ানাত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে। (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজী, নাসায়ী, আহমাদ)

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় আরো আছে, চাই সে নামাজ আদায় করুক ও রোজা পালন করুক এবং দাবী করুক সে মুসলিম। মিশকাত, রিয়াযুস স্বা-লিহীন- ২০৪ (কিতাবুল মুক্বাদ্দামাত)

৬২. আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তার সাথে হত্যা করা কুফরী। বুখারি (ইফা)- ৪৬ (কিতাবুল ঈমান)

৬৩. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈমান ও কুফরের ব্যবধান হল সালাত পরিত্যাগ করা। (অর্থাৎ ঈমানদার হওয়ার জন্য নামাজ পড়া জরুরী) তিরমিজী- ২৬১৯ (ইফা), ২৬১৮ (আল মাদানী) (কিতাবুল ঈমান আন রসূলিল্লাহ সঃ)

৬৪. আবূ আইয়ুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবূ আইয়ুব (রাঃ) বলেন, এক সফরে জনৈক বেদুঈন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে এসে দাঁড়াল। সে তাকে আরয করল, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন কিছু বলুন যা আমাকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। রাবী বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থামলেন এবং সাহাবীদের দিকে তাকালেন। পরে তিনি

বললেন, তাকে তাওফীক দেওয়া হয়েছে অথবা বললেন, তাঁকে হিদায়াত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কী বললে? রাবী বলেন, সেই ব্যক্তিটি তার কথাটি আবার বলল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, এবার তুমি উটনী ছেড়ে দাও তথা আল্লাহর উপর ভরসা করে চলতে থাক। মুসলিম (ইফা)- ১২ (কিতাবুল ঈমান)

৬৫. মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গাধা উফায়রের পিঠে তাঁর পিছনে বসা ছিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মু'আয! তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর হক কী এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভাল জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হল, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না। আল্লাহর উপর বান্দার হক হল, যে তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না, তাকে তিনি শাস্তি দিবেন না। মু'আয (রাঃ) বললেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি লোকদের এ সংবাদ জানিয়ে দেব? তিনি বললেন, না, লোকদের এ সংবাদ দিও না, দিলে এর উপরই তারা ভরসা করে থাকবে। মুসলিম (ইফা)- ৫১ (কিতাবুল ঈমান)

৬৬. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মুমিন থাকে না, চুরি করার সময় চোরও ঈমানদার থাকে না, মদ্যপায়ীও মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) অন্য সূত্রে এর সাথে এও বলেছেনঃ মূল্যবান সামগ্রী লুটেরা যখন লুট করতে থাকে যে, লোকে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, তখন সে মুমিন থাকে না।

হাম্মাম তাঁর হাদীসে আরো বলেছেন, খেয়ানতকারী যখন খেয়ানত করে, তখন মুমিন থাকে না। সুতরাং তোমরা সাবধান, তোমরা সাবধান। তবে এরপরও তওবার দরজা খোলা থাকে অর্থাৎ উল্লেখিত পাপগুলো করার পরও একনিষ্ঠভাবে তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। মুসলিম (ইফা)- ১০৮, ১১১, ১১২ (কিতাবুল ঈমান)

৬৭. ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ তার ভাইকে কাফির- বলে সম্বোধন করলে উভয়ের একজন তার উপযুক্ত হয়ে যাবে। যাকে কাফির বলা হয়েছে সে কাফির হলে তো হলই নতুবা কথাটি যে কাফির বলেছে তার উপরই ফিরে আসবে। মুসলিম (ইফা)- ১২০ (কিতাবুল ঈমান)

৬৮. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি জেনেশুনে আপন পিতাকে অস্বীকার করে অন্য কাউকে পিতা বলে, সে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু দাবি করে যা তার নয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়। আর কেউ কাউকে কাফির বলে সম্বোধন করলে বা 'আল্লাহর দুশমন' বলে ডাকলে, সম্বোধিত ব্যক্তি যদি অনুরূপ না হয়, তাহলে এ কুফরী সম্বোধনকারীর প্রতি ফিরে আসবে। মুসলিম (ইফা)- ১২১ (কিতাবুল ঈমান)

৬৯. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। যে ব্যক্তি তার পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে কাফির।মুসলিম (ইফা)- ১২২ (কিতাবুল ঈমান)

৭০. জারীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জের দিনে আমাকে বললেন, লোকদের চুপ করাও। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমার পরে পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে তোমরা কাফিরে পরিণত হয়ো না। মুসলিম (ইফা)- ১২৭ (কিতাবুল ইমান)

৭১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুটি স্বভাব মানুষের মাঝে রয়েছে, যে দুটি কুফুর বলে গণ্য (১) বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং (২) মৃতের জন্য উচ্চঃস্বরে বিলাপ করা। মুসলিম (ইফা)- ১৩১ (কিতাবুল ঈমান)

৭২. জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সা. বলেছেন, যে দাস পালিয়ে যায়, তার থেকে আল্লাহ ও রাসুলের যিম্মাদারী শেষ হয়ে যায়। অন্য বর্ণনায় আছে- যে দাস তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে গেল, সে কুফরী করল, যতক্ষণ না সে তার মনিবের কাছে ফিরে আসে। যখন দাস পালিয়ে যায়, তখন তার নামাজ কবুল হয় না। মুসলিম (ইফা)- ১৩২ + ১৩৩ + ১৩৪ (কিতাবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: শরিয়ত বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মতিক্রমে বর্তমান সময়ে দাস-দাসীর যাবতীয় বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি কখনো পৃথিবীব্যাপী আবার দাস-দাসীর প্রচলন হয় তাহলে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দাস-দাসীদের যাবতীয় বিধান প্রযোজ্য হবে।

৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ কোনটি? তিনি বললেনঃ কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো গুরুতর গোনাহ বটে। এরপর কোনটি? তিনি বললেনঃ আপন সন্তানকে এ আশঙ্কায় হত্যা করা যে, সে তোমার খাবারের সঙ্গী হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেনঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। মুসলিম (ইফা)- ১৫৯ (কিতাবুল ঈমান)

৭৪. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ধ্বংসকারী সাতটি কাজ থেকে তোমরা বেঁচে থেকে। আরয করা হল, হে আল্লাহর রাসুল! সেগুলো কি? তিনি বললেনঃ (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) যাদু করা, (৩) আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, (৪) ইয়াতীমের মাল (অন্যায়ভাবে) খাওয়া, (৫) সুদ খাওয়া, (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

পলায়ন করা এবং (৭) চরিত্রবান, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা। বুখারি (ইফা)- ২৫৭৮ (কিতাবুল ওসয়া), মুসলিম (ইফা)- ১৬৪ (কিতাবুল ঈমান)

৭৫. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ ঈমানের বিনিময়ে তাকে কোন একদিন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে)। আর যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। মুসলিম (ইফা)- ১৬৮ (কিতাবুল ঈমান)

৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন বনভূমি থেকে সীজান (এক প্রকার মাছ) রং-এর জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাথার কাছে দাঁড়ালো এবং বললো, তোমাদের সাথী প্রত্যেক আরোহীকে অবদমিত করেছে এবং প্রত্যেক রাখালকে সমুন্নত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জুব্বার হাতা ধরে বলেনঃ আমি কি তোমাকে নির্বোধের পোশাক পরিহিত দেখছি না? অতঃপর তিনি বলেনঃ আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আঃ) এর ইন্তিকালের সময় উপস্থিত হলে তিনি তাঁর পুত্রকে বলেনঃ আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে দুটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি এবং দুটি বিষয় নিষেধ করছি। আমি তোমাকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-এর নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, সাত আসমান ও সাত জমিনকে যদি এক পাল্লায় তোলা হয় এবং অপর পাল্লায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" তোলা হয়, তবে সেই তাওহীদের পাল্লাই ভারী হবে। সাত আসমান ও সাত জমিন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে, তবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এবং "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী" তা চুরমার করে দিবে। কেননা তা প্রত্যেক বস্তুর নামায এবং সকলেই এর বদৌলতে রিযিক লাভ করে থাকে।

আর আমি তোমাকে নিষেধ করছি শিরক এবং অহংকারে লিপ্ত হতে। আমি বললাম অথবা বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শিরক তো আমরা বুঝলাম, তবে অহংকার কি? আমাদের মধ্যকার কারো যদি কারুকার্য খচিত চাদর থাকে, আর তা পরিধান করে; এটা কি অহংকার? তিনি বলেনঃ না, তা অহংকার নয়। সে আবার বললো, যদি আমাদের কারো সুন্দর ফিতাযুক্ত সুন্দর একজোড়া জুতা থাকে; এটা কি অহংকার? তিনি বলেনঃ না, তা অহংকার নয়। সে পুনরায় বললো, যদি আমাদের কারো আরোহণের একটি জন্তুযান থাকে? তিনি বলেনঃ না। সে বললো, যদি আমাদের কারো বন্ধু-বান্ধব থাকে এবং তারা তার সাথে ওঠা-বসাও করে (তবে তা কি অহংকার হবে)? তিনি বলেনঃ না।

সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে অহংকার কী? তিনি বলেনঃ সত্য থেকে বিমুখ থাকা এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করা। নাসাঈ, আল আদাবুল মুফরাদ- ৫৫০

৭৭. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা অবস্থায় যার মৃত্যু হয় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি (আবদুল্লাহ) বলি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম (ইফা)- ১৭০ (কিতাবুল ঈমান)

৭৮. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ইহুদি হোক আর খৃষ্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ আহ্বান শুনেছে, অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে। মুসলিম- ২৮৩ (ইফা), ২৭৯ (হাদীস একাডেমী) (কিতাবুল ঈমান)

৭৯. ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিকের উদাহরণ ঐ বকরীর ন্যায়, যে দুই বকরীর পালের মাঝে থাকে।

কখনও এই পালের দিকে যায়, কখনও ঐ পালের দিকে যায়, সে বুঝতে পারে না যে, সে কোন দলের সাথে থাকবে। নাসাঈ (ইফা)- ৫০৩৬

৮০. মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে ওয়াসিয়্যাত বা উপদেশ দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, যদি মাতা-পিতা তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন বা ধন সম্পদ ছেড়ে দেয়ার হুকুমও দেয়। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও কোন ফরয নামাজ ছেড়ে দিও না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ সালাত পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে দায়িত্ব উঠিয়ে নেন। (৪) মদ পান হতে বিরত থাকবে। কেননা তা সকল অশ্লীলতার মূল। (৫) সাবধান! আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, কেননা নাফরমানী দ্বারা আল্লাহর ক্রোধ অবধারিত হয়ে যায়। (৬) জিহাদ হতে কখনো পালিয়ে যাবে না, যদিও সকল লোক মারা যায়। (৭) যখন মানুষের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে আর তুমি সেখানেই রয়েছ, তখন সেখানে তুমি অবস্থান করবে; পলায়ন করবেনা। (৮) শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করবে (কার্পণ্য করে তাদের কষ্ট দিবে না)। (৯) পরিবারের লোকেদেরকে আদাব-কায়দা শিক্ষার জন্য কখনো শাসন হতে বিরত থাকবে না এবং (১০) আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে পরিবারের বা অধীনস্থ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে। মিশকাত- ৬১ (কিতাবুল ঈমান), আহমাদ

৮১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কুলক্ষণে' বিশ্বাস শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মধ্যে অনুরূপ ধারণা আসে না। তবে আল্লাহর উপর ভরসা করার কারণে তিনি তা দূর করে দেন। তিরমিযী, আবু দাউদ, আদাবুল মুফরাদ- ৯১৭

৮২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একদা হজ্জের মৌসুমে আমার উম্মাতকে আমার সামনে পেশ করা হলো। আমার উম্মাতের সংখ্যাধিক্যে আমি আনন্দিত হলাম। সমভূমি ও পাহাড়-পর্বত তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ। আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি সন্তুষ্ট? আমি বললামঃ হ্যাঁ, আমার প্রভু। তিনি বলেন, "তাদের ছাড়াও আরো রয়েছে সত্তর হাজার যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা হচ্ছে সেইসব লোক যারা (মিথ্যা মন্ত্র-কথা দিয়ে) ঝাঁড়ফুক করায় না, শরীরে দাগ লাগায় না এবং অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না। তারা তাদের প্রভুর উপরই ভরসা করে"।

তখন উকাশা (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাঃ, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! উকাশাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো"। অপর এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্যও দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলেনঃ এ ব্যাপারে উকাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে। আহমাদ, আদাবুল মুফরাদ- ৯১৯

৮৩. মুআবিয়া ইবনু হাকাম সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কতক ব্যাপার আমরা জাহিলী যুগে করতাম, আমরা জ্যোতিষীদের কাছে যেতাম। তিনি বললেন, তোমরা কখনো জ্যোতিষীর কাছে যেয়ো না। আমি বললাম, আমরা (বিভিন্ন উপায়ে) শুভ-অশুভ লক্ষণ হিসেব করতাম। তিনি বললেন, তা এমন একটি ব্যাপার, যা তোমাদের কারোর কারোর অন্তরে অনুভব হয়, তা যেন তোমাদের কাজকর্ম থেকে বিরত না রাখে। মুসলিম (ইফা)- ৫৬১৯ (কিতাবুস সালাম)

৮৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুসলিম, তাহাবী, আদাবুল মুফরাদ- ১২৯২

৮৫. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তি ভদ্র ও মন ভোলা হয় এবং পাপী ব্যক্তি ধোঁকাবাজ ও হীন-প্রকৃতির হয়। আবু দাউদ (ইফা)- ৪৭১৫ (কিতাবুল আদাব)

৮৬. মুসতাওরিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি মুসলমানের মাল (অবৈধভাবে) গ্রহণ করলে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অনুরূপ অংশ গ্রহণ করাবেন। কেউ মুসলমানের বস্ত্র (অবৈধভাবে) চুরি (হরণ) করলে, আল্লাহ তাকে অনুরূপ জাহান্নামের বস্ত্র পরাবেন। কেউ মুসলমানের প্রতিপক্ষ হয়ে নাম-যশের দাবিদার হলে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন নাম-যশের জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। আদাবুল মুফরাদ- ২৩৯

পরিচেছদ- ছয়: নেক আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো ঈমান

৮৭. আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে নেকির আশায় কদরের রাতে ইবাদতের মধ্যে রাত্রি জাগবে, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। অন্য বর্ণনায় আছে- যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। বুখারি- ৩৪ + ৩৬ (ইফা), ৩৫ + ৩৭ (তাওহীদ)

৮৮. আবূ যুর'আহ ইবনু 'আমর ইবনু জারীর (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আবূ হুরাইরাহ (রা.)-কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমানের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে তার পুণ্য বা গানীমাত ও বাহন সহ ঘরে ফিরিয়ে আনব কিংবা তাকে শহীদ করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর আমার উম্মতের

উপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম তবে কোন সেনাদলের সঙ্গে না গিয়ে বসে থাকতাম না তথা সর্বদা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতাম। আমি অবশ্যই এটা ভালবাসি যে, আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই। (অর্থাৎ তিনি বারবার শহীদ হওয়ার ইচ্ছা করেছেন) বুখারি – ৩৫ (ইফা), ৩৬ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

৮৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম উত্তম হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। অতঃপর শুরু হয় প্রতিফল; একটি পুণ্যের বিনিময়ে দশ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত; আর একটি পাপ কাজের বিনিময়ে ঠিক ততটুকু মন্দ প্রতিফল। অবশ্য আল্লাহ্ যদি ক্ষমা করে দেন তবে তা অন্য ব্যাপার। বুখারি (তাওহীদ)- ৪১ (কিতাবুল ঈমান)

৯০. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে এবং যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে তাকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে এবং যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। বুখারি- ৪২ (ইফা), ৪৪ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

৯১. আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পুণ্যের আশায় কোন মুসলমানের জানাযায় অংশগ্রহণ করে এবং তার জানাযার নামাজ আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উহুদ পর্বতের মত। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন

সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। বুখারি- ৪৫ (ইফা), ৪৭ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

৯২. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস-এর একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আগমন করলে তিনি বললেনঃ তোমরা কোন্ গোত্রের? তারা বলল, 'রাবী'আ গোত্রের।' তিনি বললেনঃ স্বাগতম সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই আগমন করেছে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! নিষিদ্ধ মাস ব্যতীত অন্য কোন সময় আমরা আপনার নিকট আগমন করতে পারি না। আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুযার গোত্রীয় কাফিরদের বসবাস। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট নির্দেশ দিন, যাতে করে আমরা যাদের পিছনে ছেড়ে এসেছি তাদের জানাতে পারি এবং যাতে করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা পানীয় সম্বন্ধেও জিজ্ঞেস করল। তখন তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ এবং চারটি বিষয় হতে নিষেধ করলেন। তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে বললেনঃ 'এক আল্লাহর প্রতি কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তা কি তোমরা অবগত আছ?' তাঁরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন।' তিনি বললেনঃ 'তা হচ্ছে এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। সালাত প্রতিষ্ঠা করবে। যাকাত আদায় করবে। রমাযানের রোজা পালন করবে এবং তোমরা গানীমাতের সম্পদ হতে পাঁচ ভাগের এক ভাগ আদায় করবে। তিনি তাদেরকে চারটি বিষয় হতে বিরত থাকতে বললেন। আর তা হচ্ছেঃ সবুজ কলস, শুকনো কদুর খোল, খেজুর বৃক্ষের গুড়ি হতে তৈরী বাসন এবং আলকাতরা দ্বারা রাঙানো পাত্র। তিনি আরো বলেন, তোমরা এ বিষয়গুলো ভালো করে জেনে নাও এবং অন্যদেরও এগুলো অবগত কর। বুখারি- ৫১ (ইফা), ৫৩ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: *হাদীসে উল্লেখিত যে বিষয় হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে সেগুলো হলো রাসূল (সা) এর যুগে মদ রাখার জন্য ব্যবহৃত পাত্র। অর্থাৎ সবুজ কলস, শুকনো কদুর খোল, খেজুর বৃক্ষের গুড়ি হতে তৈরী বাসন এবং আলকাতরা দ্বারা রাঙানো পাত্র- এই চার ধরণের পাত্রে সাধারণত লোকেরা তাদের মদ রাখত। মদ হারাম হওয়ার পর মানুষের মনে যেন মদের পাত্র দেখার পর মদের কথা স্মরণ না হয় ও মদের প্রতি আকর্ষণ তৈরি না হয় সেজন্য মদের জন্য ব্যবহৃত প্রচলিত পাত্রগুলোকেও নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য পরবর্তীতে উক্ত পাত্রগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়।*

৯৩. 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কর্মসমূহ নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত এবং প্রতিটি মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী। কাজেই যার হিজরাত হবে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরাত আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই ধরা হবে। আর যার হিজরাত হয় দুনিয়া অর্জনের জন্য বা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরাত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরাত করেছে। বুখারি- ৫২ (ইফা), ৫৪ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

৯৪. জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি সালাত কায়িম করার, যাকাত প্রদান করার এবং সমস্ত মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার। বুখারি- ৫৫ (ইফা), ৫৭ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

৯৫. হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কিছু কিছু বিষয় যা আমি যাহিলী যুগে নেক কাজ হিসাবে করতাম, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাব? তদুত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ তোমার সেসব নেক

কাজের ফলেই তুমি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! জাহেলী যুগে যেসব নেক কাজ আমি করেছি, ইসলামী যিন্দেগীতেও আমি তা করে যাব। মুসলিম (ইফা)- ২২৫ (কিতাবুল ঈমান)

৯৬. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইবনু জুদআন (যিনি ঈমান আনয়ন করেনি) জাহেলী যুগে আত্নীয়-স্বজনদের হক আদায় করত এবং দরিদ্রদের আহার দিত। আখিরাতে এসব কর্ম তার উপকারে আসবে কি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কোন উপকারে আসবে না। সে তো কোনদিন এ কথা বলেনি যে, হে আমার রব! কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিও। (অর্থাৎ সে তো কিয়ামতের দিনকেই স্বীকার করেনি) মুসলিম (ইফা)- ৪১১ (কিতাবুল ঈমান)

৯৭. আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আবূ তালিব তো আপনার হিফাযত করতেন, আপনাকে সাহায্য করতেন এবং আপনার পক্ষ হয়ে (অন্যের প্রতি) রাগ করতেন। তার এই কর্ম তার কি কোন উপকারে এসেছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ। আমি তাকে জাহান্নামের গভীরে পেয়েছিলাম এবং সেখান থেকে তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বের করে নিয়ে এসেছি। মুসলিম (ইফা)- ৪০৫ (কিতাবুল ঈমান)

৯৮. আনাস (রাঃ) থেকে বর্নিত। জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা কোথায় আছেন (জান্নাতে না জাহান্নামে)? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ জাহান্নামে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি যখন পিছনে ফিরে যাচ্ছিল, তখন তিনি ডাকলেন এবং বললেনঃ আমার পিতাও তোমার পিতার মত জাহান্নামে। (অর্থাৎ রাসূল সাঃ লোকটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রাসূলের নিজের পিতার প্রকৃত অবস্থাও জানিয়ে দিলেন)। মুসলিম (ইফা)- ৩৯৪ (কিতাবুল ঈমান)

৯৯. মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে, (দৈনিক) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এবং রমাযানের সিয়াম পালন করে তাঁর কাছে পৌঁছাবে, তাকে মাফ করে দেয়া হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি এ সুসংবাদ তাদেরকে জানিয়ে দিব না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, বরং তাদেরকে স্বাধীনভাবে 'আমাল করতে দাও। আহমাদ, মিশকাত- ৪৭ (কিতাবুল ঈমান)

১০০. আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ বলতে শুনেছিঃ মু'মিন ব্যক্তি তার সদাচারের জন্য রোযাদার ও সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সমান মর্যাদা লাভ করে থাকে। আবু দাউদ (ইফা)- ৪৭২৩ (কিতাবুল আদাব)

১০১. আবূদ-দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পাঁচটি জিনিস ঈমানের সাথে সম্পাদন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার অযু ও রুকু-সিজদা সহকারে এবং ওয়াক্ত মত আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, সামর্থ থাকলে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে, মনকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে যাকাত দিবে এবং আমানত আদায় করবে। লোকেরা বলল, হে আবূদ-দারদা! আমানত আদায়ের অর্থ কি? তিনি বলেন, নাপাকীর গোসল। আবু দাউদ (ইফা)- ৪২৯ (কিতাবুস সালাত)

পরিচ্ছেদ- সাত: ঈমান রক্ষা করার উপায়

১০২. নু'মান ইবনু বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানে না।

যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর। বুখারি- ৫০, (ইফা), ৫২ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

১০৩. যিয়াদ ইবনু ‘ইলাকা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুগীরাহ ইবনু শু‘বাহ (রা.) যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন আমি জারীর ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর নিকটে শুনেছি, তিনি (মিম্বারে) দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা এক আল্লাহকে ভয় করো যাঁর কোন অংশীদার নেই এবং নতুন কোন নেতার আগমন না হওয়া পর্যন্ত শৃঙ্খলা বজায় রাখ, অতি সত্বর তোমাদের নেতা আগমন করবেন। অতঃপর জারীর (রা.) বললেন, তোমাদের নেতার জন্য ক্ষমা চাও; কেননা, তিনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অতঃপর বললেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে এসে আরয করলাম, আমি আপনার নিকট ইসলামের বায়‘আত নিতে চাই। তিনি (অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার উপর শর্ত দিয়ে বললেনঃ আর সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করবে। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এ শর্তের উপর বায়‘আত নিলাম। এ মসজিদের প্রতিপালকের শপথ! আমি তোমাদের কল্যাণকামী। অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং (মিম্বার হতে) নেমে গেলেন। বুখারি- ৫৬ (ইফা), ৫৮ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

১০৪. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্তূপীকৃত খাদ্যশস্যের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকালেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজা দেখতে পান। তিনি বললেনঃ হে খাদ্যশস্যের মালিক! এটা কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসুল সাঃ বললেনঃ কেন তুমি ভিজা অংশ খাদ্য-শস্যের উপরে রাখোনি, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়? যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। মুসলিম (ইফা)- ১৮৬ (কিতাবুল ঈমান)

১০৫. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (মৃতের জন্য) গাল চাপড়াবে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলবে অথবা জাহিলী যুগের মত বিলাপ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। মুসলিম (ইফা)- ১৮৭ (কিতাবুল ঈমান)

১০৬. সাবিত ইবনু যাহহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হুদায়বিয়া প্রান্তরে বাবলা গাছের নিচে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বায়আত করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের উপর মিথ্যা শপথ করে, সে সেই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামত দিবসে উক্ত বস্তু দ্বারা বারবার হত্যার মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি এমন বস্তুর মানত করে যার মালিক সে নয় তার মানত কার্যকরি নয়। মুসলিম (ইফা)- ২০৩ (কিতাবুল ঈমান)

১০৭. সাবিত ইবনু যাহহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সে বস্তুর মানত কার্যকরী নয়, যার মালিক সে নয়। মু'মিনকে অভিশাপ করা তাকে হত্যা করার শামিল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামত দিবসে উক্ত বস্তু দ্বারা বারবার হত্যার মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা দাবি করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য অল্পই বৃদ্ধি

করবেন। আর যে ব্যক্তি বিচারকের সামনে মিথ্যা শপথ করবে; তার অবস্থাও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা দাবিদারদের মত হবে। মুসলিম (ইফা)- ২০৪ (কিতাবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: *সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা শপথকারীদের প্রকৃতপক্ষে কোন লাভ হয়না। দুনিয়াতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সামান্য সময়ের জন্য এসব মিথ্যাবাদীদেরকে লাভবান মনে হলেও পরকালে যেহেতু তারা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ হবে তাই দুনিয়ার সামান্য সময়ের জন্য লাভবান হওয়ার কোনই মূল্য নেই। তদ্রূপ বিচারকের সামনে মিথ্যা শপথ করেও খুব অল্পই লাভবান হতে পারবে; যে লাভ পরকালের তুলনায় পুরোপুরি অর্থহীন ও অতিসামান্য।*

১০৮. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে হুনায়নের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবিদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। তারপর যুদ্ধ শুরু হল, উক্ত লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ করল, পরে সে ক্ষতবিক্ষত হল। আরয করা হলঃ হে আল্লাহর রাসুল! আপনি এইমাত্র যে ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলেছেন, সে তো আজ খুব লড়েছে এবং মারা গিয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে জাহান্নামে গিয়েছে। ব্যাপারটি কিছু সংখ্যক মুসলিমের কাছে সন্দেহ লাগছিল। এসময় খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, সে মরে নি, কিন্তু ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। পরে রাতের বেলায় সে ক্ষতের কষ্ট সহ্য করতে পারছিল না। তাই সে নিজেই নিজেকে হত্যা করে ফেলল। এ খবর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ আকবার, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসুল (অর্থাৎ নবী হওয়ার কারণে ওহীর মাধ্যমে তিনি বিষয়টি আগেই বলে দিতে পেরেছেন)। তারপর বিলালকে ডেকে তিনি নির্দেশ দিলেন, লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তায়ালা পাপী বান্দা দ্বারাও এ দ্বীনকে (ইসলামের) শক্তিশালী করে থাকেন (অর্থাৎ ইসলামের জন্য উপকার করাই কেবল প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় নয়; বরং

প্রকৃত মুসলিম হতে চাইলে ইসলামের পক্ষে ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে)। মুসলিম (ইফা)- ২০৬ (কিতাবুল ঈমান)

১০৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, খায়বারের যুদ্ধ শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একদল সাহাবী এসে বলতে লাগল, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। এভাবে কথাবার্তা চলছিল, অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন যে, সেও শহীদ হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কখনোই না। আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি, চাঁদর বা জোব্বার কারণে; যা সে ব্যক্তি গনীমতের মাল থেকে আত্মসাৎ করেছিল। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে খাত্তাবের পুত্র! যাও লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, জান্নাতে কেবলমাত্র প্রকৃত মুমিন ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। উমর ইবনু খাত্তাব বলেন, তারপর আমি বের হলাম এবং ঘোষণা করে দিলাম, "সাবধান! শুধু প্রকৃত মুমিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" মুসলিম- ২১০ (ইফা), ২০৯ (হাদীস একাডেমী) (কিতাবুল ঈমান)

১১০. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বললেন, জাহিলী যুগে আমরা যা করেছি, এর জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেনঃ ইসলাম অবস্থায় যে ব্যক্তি ভাল করবে, তার জন্য জাহিলী যুগের আমলের জন্য পাকড়াও হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও মন্দ করবে, তাকে জাহিলী ও ইসলাম উভয় যুগের আমলের জন্য পাকড়াও করা হবে। মুসলিম (ইফা)- ২১৮ (কিতাবুল ঈমান)

১১১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ মানুষের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টি জগততো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে

কে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয়, সে যেন সকল চিন্তা বাদ দিয়ে সোজা বলে, "আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।" মুসলিম (ইফা)- ২৪৩ (কিতাবুল ঈমান)

১১২. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এই দ্বীন সহজ, যে কেউ দ্বীনের ক্ষেত্রে কঠিন পন্থা অবলম্বন করবে, সে দ্বীন পালনে ব্যর্থ হয়ে যাবে। অতএব তোমরা সোজা পথে চল, পরিপূর্ণতার কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা কর, সুসংবাদ দাও, সহজ পন্থা অবলম্বন কর, সকাল সন্ধ্যা এবং কিছু রাত পর্যন্ত ইবাদতে থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর। সূনান নাসাঈ (ইফা)- ৫০৩৩

১১৩. আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুসলিম জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গেছে, সে যেন ইসলামের রশি (বন্ধন) তার গলা হতে খুলে ফেলেছে। আবূ দাউদ, মিশকাত- ১৮৫ (কিতাবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: *উক্ত হাদীসে মুসলিমদেরকে সকল কাজ একতাবদ্ধভাবে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মত করে জীবন যাপন করল অথবা এমন কাজ করল যে কাজের জন্য একতাবদ্ধসমাজে ফাটল তৈরি হয়- তাহলে সে যেন নিজের গলা থেকে স্বয়ং ইসলামের রশি খুলে ফেলল।*

১১৪. মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মেষপালের ক্ষেত্রে নেকড়ে বাঘের ন্যায় শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘ। পালের যে মেষটি দল হতে আলাদা হয়ে যায় অথবা যেটি খাবারের সন্ধানে দূরে সরে পড়ে অথবা যেটি অলসতাবশত এক কিনারায় পড়ে থাকে, নেকড়ে সেটিকে শিকার করে নিয়ে যায়। সুতরাং সাবধান! তোমরা কখনোও

(দল ছেড়ে) গিরিপথে চলে যাবে না, আর জামা'আতবদ্ধ হয়ে (মুসলিম) জনগণের সাথে থাকবে। মিশকাত- ১৮৪ (কিতাবুল ঈমান)

১১৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সময়ই এ দু'আ করতেনঃ "হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ"। আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী! আমরা আপনার ওপর এবং আপনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তার ওপর ঈমান এনেছি। এরপরও কি আপনি আমাদের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছেন? জবাবে তিনি বললেন, কেননা 'ক্বলব' বা অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ, অন্তরকে আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন)। তিনি যেভাবে চান সেভাবে অন্তরকে ঘুরিয়ে থাকেন। তিরমিজী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত- ১০২ (কিতাবুল ঈমান)

১১৬. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)- এর বর্ণনায় এটাও আছে, হত্যাকারী যখন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, সে সময়ও তার ঈমান থাকে না। 'ইকরিমাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিরূপে ঈমান তার থেকে বের করে নেয়া হবে? তিনি বললেন, এভাবে (এ কথা বলে) তিনি তার হাতের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, পরে তা পৃথক করে নিলেন। অতঃপর সে যদি তাওবাহ করে, তাহলে পুনরায় ঈমান তার মধ্যে এভাবে ফিরে আসবে- এ কথা বলে পুনরায় তিনি দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। আর আবূ 'আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, অন্যায়ভাবে হত্যা করার সময় হত্যাকারী মু'মিন থাকে না- এটার ব্যাখ্যা হলো, হত্যাকারী পূর্ণ মু'মিন থাকে না কিংবা তার মধ্যে ঈমানের নূর থাকে না। বুখারি, মিশকাত- ৫৪ (কিতাবুল ঈমান)

পরিচ্ছেদ- আট: সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম কাজ হলো ঈমান

১১৭. ইবনু ‘উমার (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা (অর্থাৎ এমন কোন অপরাধ যদি কেউ করে যে অপরাধের শাস্তির বিধান আল্লাহ কার্যকর করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন সেই শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়ার সুযোগ নেই)। আর (যাদের অপরাধের কোন প্রমাণ পাওয়া যাবেনা) তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত। বুখারি- ২৪ (ইফা), ২৫ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

১১৮. আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হল, ‘কোন ‘আমলটি উত্তম?’ তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাঃ এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।’ জিজ্ঞেস করা হলো, ‘অতঃপর কোনটি?’ তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।’ প্রশ্ন করা হল, ‘অতঃপর কোনটি?’ তিনি বললেনঃ ‘গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে হাজ্জ সম্পাদন করা।’ বুখারি- ২৫ (ইফা), ২৬ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

১১৯. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। জনৈক ইয়াহূদী তাঁকে বললঃ হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইয়াহুদী জাতির উপর অবতীর্ণ হত, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে খুশীর দিন হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন্ আয়াত? সে বললঃ “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি

আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন তথা ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম" (সূরা মায়িদা- ৫:৩)। উমার (রা) বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে অবতীর্ণ হয়েছিলো তা আমরা জানি, তিনি সেদিন আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন, আর সেটা ছিলো জুমু'আহর দিন। বুখারি- ৪৩ (ইফা), ৪৫ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

পরিচ্ছেদ- নয়: ঈমানের উপর স্থায়ী হওয়ার জন্য নতুন ঈমান গ্রহণকারীদের উপহার দেওয়া

১২০. সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ (রা.) সেখানে বসা ছিলেন। সা'দ (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না। সে ব্যক্তি আমার নিকট তাদের চেয়ে অধিক পছন্দের ছিল। তাই আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেনঃ "না মুসলিম?" তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। অতঃপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তা ব্যক্ত করার প্রবল ইচ্ছা হলো। তাই আমি আবার বললাম, আপনি অমুককে দান থেকে বাদ রাখলেন? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেনঃ "না মুসলিম?" তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা ব্যক্ত করার প্রবল ইচ্ছা হলো। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় সেই একই জবাব দিলেন। তারপর বললেনঃ "সা'দ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে, (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে) আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিম্নমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন"। বুখারি- ২৬ (ইফা), ২৭ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: *রাসূল (সা) নতুন মুসলিমদেরকে ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য মাঝে মাঝে হাদিয়া/উপহার দিতেন; যেন মুসলিম হওয়ার পর কেউ আবার কুফুরি জীবনে ফিরে না যায়। কেননা মুসলিম হওয়ার পর আবার কুফুরিতে ফিরে যাওয়ার মানে হলো- সে জান্নাতের পথ পেয়েও নিজেকে নিম্নমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করল।*

পরিচ্ছেদ- দশ: শেষযুগের ঈমান

১২১. হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুটি কথা বলেছিলেন, সে দুটির একটি তো আমি নিজ চোখেই দেখেছি আর অপরটির জন্য অপেক্ষা করছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানব হৃদয়ের মূলে আমানত নাযিল হয়, তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। তারপর তারা কুরআন শিখেছে এবং সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করেছে। তারপর তিনি আমাদেরকে আমানত উঠিয়ে নেওয়ার বর্ণনা দিলেন। বললেনঃ মানুষ ঘুমাবে আর তখন তার অন্তর হতে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে একটি নুকতার মত। এরপর আবার সে ঘুমায় তখন তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে ফোস্কার মত। যেন একটি জলন্ত কয়লা; তা তুমি তোমার পায়ে মুছে দিলে। তখন তোমার পায়ে ফোস্কা পড়ে যায় এবং তুমি তা ফোলা দেখতে পাও অথচ তাতে পুঁজ-পানি ব্যতীত কিছু নেই।

তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ কয়েকটি কাকর নিয়ে তার পায়ে ঘষলেন এবং বললেনঃ যখন এমন অবস্থা হয়ে যাবে, তখন মানুষ বেচাকেনা করবে কিন্তু কেউ আমানত শোধ করবে না। (আমানতদার ব্যক্তি এত কমে যাবে যে) এমনকি বলা হবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার আছেন। এমন অবস্থা হবে যে, কাউকে বলা হবে সে কতই না বাহাদুর, কতই না হুঁশিয়ার, বড়ই বুদ্ধিমান অথচ তার অন্তরে দানা পরিমাণও ঈমান নেই।

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, এমন এক যুগ গেছে, যখন যে কারো সাথে লেনদেন করতে দ্বিধা করতাম না। কারণ সে যদি মুসলমান হতো তবে তার দ্বীনদারীই তাকে আমার

হক পরিশোধ করতে বাধ্য করত। আর যদি সে খৃষ্টান বা ইহুদী হতো তবে তার প্রশাসক তা শোধ করতে তাকে বাধ্য করতো কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুক ব্যতীত কারোর সাথে লেনদেন করার সাহস পাইনা। মুসলিম (ইফা)- ২৬৫ (কিতাবুল ঈমান)

১২২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেদিন দূরে নয়, যেদিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। ফিতনা হতে সে তার ধর্ম সহকারে পলায়ন করবে। বুখারি- ১৮ (ইফা), ১৯ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: *যদিও ইসলাম সর্বদা সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করার নির্দেশ দিয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে এমন ফিতনা/পাপাচার শুরু হয়ে যাবে, সেই অবস্থায় অন্যের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই বরং নিজের ঈমান বাঁচানোই ফরজ হবে। এমনকি নিজের ঈমান বাঁচানোর জন্য যদি সমাজ ত্যাগ করে পাহাড়ের চূড়ায়ও যেতে হয়, সেখানে গিয়ে হলেও ঈমান বাঁচাতে হবে। অর্থাৎ সমাজ ত্যাগ করে সে একাকিভাবে কোন রকম জীবন যাপন করবে এবং তার ধর্মকর্ম পালন করবে।*

১২৩. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ অন্ধকার রাতের মত ফিতনা/বিপর্যয় আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে। মুসলিম (ইফা)- ২১৪ (কিতাবুল ঈমান)

১২৪. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, অচিরেই তা আবার শুরুর মত অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা

ইসলামের উপর অটল থাকবে, তাদের জন্য মুবারকবাদ তথা সুসংবাদ। মুসলিম (ইফা)- ২৭০ (কিতাবুল ঈমান)

১২৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ আল্লাহ বলার মত একটি মানুষ অবশিষ্ট থাকতেও কিয়ামত হবে না। মুসলিম (ইফা)- ২৭৪ (কিতাবুল ঈমান)

১২৬. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি বিষয় প্রকাশিত হলে ইতিপূর্বে যে ঈমান আনে নাই বা ঈমান অনুযায়ী নেক কাজ করে নাই, সে সময়ে ঈমান আনায় তার কোন উপকার হবে না, সে তিনটি বিষয় হল-১. পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ২. দাজ্জাল ৩. দাব্বাতুল আরদ অর্থাৎ জমিনের ভিতর থেকে উঠে আসা একটি প্রাণী, যা মানুষের সাথে কথা বলতে থাকবে। মুসলিম (ইফা)- ২৯৫ (কিতাবুল ঈমান)

১২৭. মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাবধান! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপ জিনিস তথা হাদীসও। জেনে রেখ, শীঘ্রই এমন এক সময় এসে যাবে, যখন বড় পেটওয়ালা কোন লোক তার গদিতে বসে বলবে, তোমরা শুধু এই কুরআনকেই গ্রহণ করবে। এতে যা হালাল পাবে তাকেই হালাল জানবে এবং যা এতে হারাম পাবে তাকেই হারাম মনে করবে। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম বলেছেন, তা আল্লাহর হারাম করার অনুরূপ। তাই জেনে রেখ! গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং শিকারী দাঁতওয়ালা কোন হিংস্র পশুও হালাল নয়। এরূপভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকের কোন হারানো বস্তু তোমাদের জন্য হালাল নয়, তবে সে যদি সেটির মুখাপেক্ষী না হয় সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। যখন কোন লোক কোন সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছে, তাদের উচিত ঐ লোকের মেহমানদারি করা। যদি তারা তার মেহমানদারি না করে, তবে সে জোরপূর্বক তাদের নিকট থেকে তার মেহমানদারির সম-পরিমাণ জিনিস আদায় করার অধিকার রাখবে

(অথচ কুরআনে এ সকল বিধানের একটিও উল্লেখ নেই; বরং হাদীসের মাধ্যমে এই বিধানগুলোকে আবশ্যক করা হয়েছে)। আবূ দাউদ, মিশকাত- ১৬৩ (কিতাবুল ঈমান)

পরিচ্ছেদ- এগার: পরকালে মুমিনগণের অবস্থা

১২৮. আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ জান্নাতবাসীদেরকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাঁর রহমতেই তিনি যাকে ইচ্ছা তা করবেন। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তারপর (ফেরেশতাদেরকে) বলবেনঃ যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান দেখতে পাবে, তাকেও জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনবে। অনন্তর ফেরেশতাগণ তাদেরকে দগ্ধ অঙ্গার অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে এবং 'হায়াত' নামক নদীতে নিক্ষেপ করবে। তখন তারা এতে এমন সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন শস্য অংকুর স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে ওঠে। তোমরা কি দেখনি, কত সুন্দররূপে সে শস্যদানা কেমনভাবে হলুদ মাথা মোড়ানো অবস্থায় অংকুরিত হয়? মুসলিম- ৩৫৩ (ইফা), ৩৪৫ (হাদীস একাডেমী) (কিতাবুল ঈমান)

১২৯. আবূ যুবায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) কে الْوُرُودِ (উরুদ) তথা পুলসিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ একত্রিত হবে। আমি মানুষের উপর থেকে-তা দেখব। (এ উম্মাতকে একত্র করা হবে একটি টিলায়) এরপর একে একে প্রতিটি জাতিকে তাদের নিজ নিজ দেব-দেবী ও উপাস্যের নামসহ ডাকা হবে। তারপর আল্লাহ আমাদের (মুমিনদের) কাছে এসে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় রয়েছ? মুমিনগন বলবে, আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি। তিনি বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে না দেখব (আমরা তা মানছি না)। এরপর আল্লাহ তখন হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় নিজের নূর দ্বারা প্রকাশিত হবেন। তারপর তিনি তাদের নিয়ে চলবেন এবং মুমিনগণ তাঁর অনুসরণ

করবে। মুনাফিক কি মুমিন, প্রতিটি মানুষ কেই নূর প্রদান করা হবে। তারপর তারা এর অনুসরণ করবে। জাহান্নামের পূলের উপর থাকবে কাঁটাযুক্ত লৌহ শলাকা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে সেগুলো পাকড়াও করবে।

মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। আর মুমিনগণ নাজাত পাবে। প্রথম দল হবে সত্তর হাজার লোকের, তাদের কোন হিসাবই নেয়া হবে না। তাঁদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর আরেক দল আসবে, তাদের মুখমন্ডল হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্ত। এভাবে পর্বায়ক্রমে সকলে পার হয়ে যাবে। তারপর সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে। ফলে সকলেই সুপারিশ লাভ করবে। এমন কি যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করেছে এবং যার অন্তরে সামান্য যব পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। পরে এদেরকে জান্নাতের আঙ্গিনায় একত্রিত করা হবে, আর জান্নাতিগণ তাদের গায়ে পানি সিঞ্চন করবে, ফলে তারা এমন সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন কোন গাছের চারা স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে ওঠে। আগুনে পোড়া দাগসমূহ মুছে যাবে। এরপর তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা জানাবে। আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করবেন। তাদের প্রত্যেককে দশটি পৃথিবীর সমপরিমাণ জান্নাত প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হবে। মুসলিম (ইফা)- ৩৬৫ (কিতাবুল ঈমান)

১৩০. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাত সম্পর্কে আমিই হবো সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং এত অধিক সংখ্যক মানুষ আমার প্রতি ঈমান আনবে, যা অন্য কোন নাবীর বেলায় হবে না। নাবীদের কেউ কেউ তো এমতাবস্থায়ও আসবেন, যার প্রতি মাত্র এক ব্যক্তিই ঈমান এনেছে। মুসলিম (ইফা)- ৩৮১ (কিতাবুল ঈমান)

১৩১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ প্রত্যেক নাবীকে এমন মুজিযা দেয়া হয়েছে, যে মুজিযা অনুযায়ী মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে আমাকে যে মুজিযা প্রদান করা হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ প্রেরিত ওহী তথা আল কোরআন। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমার

অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে বলে আমি আশা রাখি। মুসলিম (ইফা)- ২৮২ (কিতাবুল ঈমান)

১৩২. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরাই জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে? আবদুল্লাহ বলেন, এই কথা শুনে আমরা (খুশিতে) আল্লাহু আকবার- ধ্বনি দিলাম। রাসুল সাঃ বললেনঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরাই জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে? সাহাবী বলেন, আমরা আবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলাম। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তবে আমি আশা করি তোমরাই জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। আর এ সম্পর্কে তোমাদের আরও বলছি কাফিরদের ভিড়ে তোমাদের অবস্থান এমনই স্পষ্ট হবে, যেমন কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশম অথবা একটি সাদা ষাঁড়ের গায়ে কালো পশম। মুসলিম (ইফা)- ৪২২ (কিতাবুল ঈমান)

১৩৩. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি সাঃ বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা 'আরাফার মাঠের নিকটে না'মান নামে এক জায়গায় আদম (আঃ)-এর মেরুদণ্ড হতে তাঁর সন্তানদের বের করে শপথ গ্রহণ করিয়েছিলেন। তিনি আদম (আঃ)-এর মেরুদণ্ড হতে তাঁর প্রত্যেক সন্তানকে বের করেছিলেন। এ সকলকে পিঁপড়ার মতো আদম (আঃ)-এর সামনে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের সম্মুখপানে কথা বলেছিলেন- "আমি কি তোমাদের 'প্রভু' নই? আদম সন্তানরা উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের 'প্রতিপালক'।তারপর আল্লাহ বললেন, আমি তোমাদের কথার সাক্ষী থাকলাম; যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পারো, আমরা জানতাম না কিংবা তোমরা এ কথাও বলতে না পারো, আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের পূর্বে মুশরিক হয়ে গিয়েছিল। আর আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তারা যা করেছে আমরাও তাই করেছি। তুমি কি আমাদের পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষগণের কর্মের কারণে আমাদেরকেও

ক্ষতিগ্রস্ত করে দিবে" (সূরা আ'রাফঃ ১৭২-১৭৩)। মিশকাত- ১২১ (বাবুল ঈমান বিল ক্বদর, কিতাবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: *কেউ যদি বলে আমার পিতা হিন্দু ছিল তাই আমিও হিন্দু, মুসলিমের ঘরে জন্ম নিলে আমিও মুসলিম হতে পারতাম- তাহলে আল্লাহর কাছে তার এমন কথার কোন মূল্য নেই। কারণ, প্রত্যেক মানুষের মনেই রূহজগতের সেই ওয়াদা বিদ্যমান আছে; যেই ওয়াদা মানুষ আল্লাহর সামনে করেছিল।*

১৩৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বেহেশতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেস্তাদেরকে বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হতে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টির পানিতে বা হায়াত নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়? বুখারি- ২১ (ইফা), ২২ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

পরিচ্ছেদ- বার: তাকদিরের প্রতি ঈমান

১৩৫. আবূ খায়সামা যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ইয়াহইয়া ইবনু ইয়া'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ইয়াহইয়া ইবনু ইয়া'মার) বলেন, সর্বপ্রথম তাকদীর সম্পর্কে বসরা শহরে মাবাদ আল জুহানী কথা তোলেন। আমি (ইয়াহইয়া ইবনু ইয়া'মার) এবং হুমায়দ ইবনু আব্দুর রহমান আল হিমায়রী হাজ্জ অথবা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় আসলাম। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে, যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ পাই তাহলে তার কাছে এসব

লোক তাকদীর সম্পর্কে যা বলে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করবো। সৌভাগ্যক্রমে মসজিদে নববীতে আমরা আবদুল্লাহ ইবনু উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর দেখা পাই। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে একজন তাঁর ডানপাশে এবং আর একজন বামপাশে বসলাম। আমার মনে হলো, আমার সাথী চান যে, আমিই কথা বলি। আমি আরয করলাম, হে আবূ আবদুর রহমান! (আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ)-এর ডাকনাম ছিল আবূ আবদুর রহমান) আমার দেশে এমন কতিপয় লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা কুরআন পাঠ করে এবং ইল্‌মে দ্বীন সম্পর্কে গবেষণা করে। তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তারা মনে করে তাকদীর- বলতে কিছু নেই। সবকিছু তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে। আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বললেন, তাদের সাথে তোমাদের দেখা হলে বলে দিও যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমার সঙ্গে তাদেরও কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহর কসম! যদি এদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনার মালিক হয় এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাকদীরের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তা কবুল করবেন না। তারপর তিনি বললেন, আমাকে আমার পিতা উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) হাদীস শুনিয়েছেন যে, "একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাযির হলেন। তাঁর পরিধানের কাপড় ছিল সাদা ধবধবে, মাথার কেশ ছিল কালো কুচকুচে। তাঁর মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন ছিল না। আমরা কেউ তাঁকে চিনি না। তিনি নিজের দুই হাঁটু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর তার দুই হাত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দুই উরুর উপর রাখলেন। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ সাঃ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ইসলাম হল, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর রাসুল, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাযানের রোযা পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ

পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করেছেন আবার তিনিই-তা সত্যায়িত করছেন। আগন্তুক বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ঈমান হল আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে, আর তাকদিরের ভালমন্দের প্রতি ঈমান রাখবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ইহসান হলো, এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো, যদি তুমি তাকে নাও দেখো, তাহলে ভাববে তিনি তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি অধিক অবহিত নন। (অর্থাৎ এই সম্পর্কে প্রশ্নকারী যেমন স্পষ্টভাবে কিছু জানেনা, উত্তরদাতাও তেমন কিছু জানেনা।) আগন্তুক বললেন, তাহলে আমাকে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসুল সাঃ বললেনঃ তা হলো এই যে, দাসী তার মনিবের জননী হবে; আর নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে। উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) বললেন যে, পরে আগন্তুক চলে গেলেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে উমর! তুমি জানো, এই প্রশ্নকারী কে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। রাসুল সাঃ বললেনঃ তিনি জিবরীল। তোমাদের তিনি দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন"। মুসলিম (ইফা)- ০১ (কিতাবুল ঈমান)

১৩৬. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্বদারিয়্যাগণ তথা তাকদিরকে অবিশ্বাসকারী দল হচ্ছে

অগ্নিপূজকদের মত। অতঃপর তারা যদি অসুস্থ হয়, তাদেরকে দেখতে যাবে না, আর যদি মারা যায়, তবে তাদের জানাযায় উপস্থিত হবে না। মিশকাত- ১০৭ (বাবুল ঈমান বিল ক্বদর, কিতাবুল ঈমান)

১৩৭. ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “আমার উম্মাতের মধ্যেও ‘খাসফ’ তথা জমিন ধ্বসিয়ে বা অদৃশ্য করে দেয়া এবং ‘মাসখ’ তথা চেহারা বা আকার পরিবর্তন করে দেয়ার মত শাস্তি হবে। তবে এ শাস্তি তাক্বদীরের প্রতি অবিশ্বাসীদের উপর হবে”। মিশকাত- ১০৬ (বাবুল ঈমান বিল ক্বদর, কিতাবুল ঈমান)

১৩৮. আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন বান্দা মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ চারটি বিষয়ের উপর ঈমান না আনবেঃ (১) সে সাক্ষী দিবে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা‘বূদ নেই (২) নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রসূল, আল্লাহ আমাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন (৩) মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে হাশরের মাঠে পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস রাখবে এবং (৪) তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস রাখবে। মিশকাত- ১০৪ (বাবুল ঈমান বিল ক্বদর, কিতাবুল ঈমান)

১৩৯. আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার অবস্থান জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে লিখে রাখা হয়নি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের তাক্বদীরের লেখার উপর নির্ভর করে আ‘মাল ছেড়ে দিব না? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (না, বরং) আ‘মাল করে যেতে থাকো। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, তাকে আল্লাহ সৌভাগ্যের কাজ করার জন্য সহজ ব্যবস্থা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগা হবে, তার জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ

সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কুরআনের এ আয়াতটি) পাঠ করলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সময় ও অর্থ ব্যয় করেছে, আল্লাহকে ভয় করেছে, দ্বীনকে সমর্থন জানিয়েছে, আমি তার জন্য সত্য দ্বীন পালনকে সহজ করে দিবো" (সূরা আল লায়ল ৫-৬ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। মিশকাত- ৮৫ (বাবুল ঈমান বিল ক্বদর, কিতাবুল ঈমান)

পরিশিষ্ট

১৪০. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঈমানদার পুরুষ ও নারীর জান-মাল ও পরিবার-পরিজনের উপর বালা-মুসীবত লেগেই থাকে। অতঃপর সে মহামহিম আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করে যে, তার কোন গুনাহই অবশিষ্ট থাকে না। তিরমিযী, আদাবুল মুফরাদ- ৪৯৬

১৪১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন মুসলমান ব্যথা-বেদনা বা রোগ-ব্যাধির দ্বারা বিপদগ্রস্ত হলে তা তার গুনাহর কাফফারা হয়, এমনকি তার দেহে কাঁটা বিঁধলে বা লাগলে বা সে হোঁচট খেলে তাও। নাসাঈ, আদাবুল মুফরাদ- ৫০০

১৪২. মিক্বদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, এ জমিনের উপর এমন কোন মাটির অথবা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না, যে ঘরে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে আর লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে তা পৌঁছাবেন। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবূলের উপযুক্ত করে মর্যাদাবান ও গৌরবময় করে দিবেন। পক্ষান্তরে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদের আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছিত করবেন এবং তারা এ কালিমার প্রতি অনুগত হবার জন্য বাধ্য হবে। আমি (মিক্বদাদ) বললাম, তখন তো সমগ্র বিশ্বে

আল্লাহরই দ্বীন (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে যাবে। (অর্থাৎ- সকল দ্বীনের উপরই ইসলাম বিজয়ী হবে)। আহমাদ, মিশকাত- ৪২ (কিতাবুল ঈমান)

১৪৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন দ্বীন মহামহিম আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলেনঃ সহজ সরল দ্বীন। আবূ দাউদ, আদাবুল মুফরাদ- ২৮৭

১৪৪.'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে একজন সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি বলেনঃ তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না এবং সৎকাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূর্ণ করবে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হলে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফফারা। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মার্জনা করবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম। বুখারি- ১৭ (ইফা), ১৮ (তাওহীদ) (কিতাবুল ঈমান)

১৪৫. হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাদেরকে বললেনঃ গণনা কর তো, কতজন মানুষ ইসলামের কথা স্বীকার করে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করছেন? আমরা তো প্রায় ছয়শ থেকে সাতশ লোক আছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা জানো না, অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সাহাবী বলেন, পরবর্তীকালে সত্যই আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন

হই, এমন কি আমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে গোপনে নামাজ আদায় করতে হতো। মুসলিম (ইফা)- ২৭৫ (কিতাবুল ঈমান)

১৪৬. আমর ইব্ন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চুপে চুপে নয়, স্পষ্ট বলতে শুনেছি যে, জেনে রাখো- অমুক বংশ আত্মীয়তার কারণে আমার বন্ধু নয়, বরং আল্লাহ এবং নেককার মুমিনগণই হলেন আমার বন্ধু। মুসলিম (ইফা)- ৪১২ (কিতাবুল ঈমান)

১৪৭. আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ যেন কমলালেবু, এর স্বাদ ও ঘ্রাণ উভয়ই উত্তম, আর যে মুমিন কুরআন পড়ে না, তার উদাহরণ যেন খুরমা, যার স্বাদ উত্তম, কিন্তু কোন ঘ্রাণ নেই। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে, সে যেন রায়হানা ফুল, যার ঘ্রাণ উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে যেন হানযালা ফল, যার স্বাদ তিক্ত আবার ঘ্রাণও নেই। সূনান নাসাঈ (ইফা)- ৫০৩৭

১৪৮. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফির-মুশরিকদের শিশু-সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- মৃত্যুর পর তাদের স্থান কোথায় হবে? জান্নাতে না জাহান্নামে? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন, তারা (জীবিত থাকলে) কি 'আমাল করতো। বুখারি, মুসলিম, মিশকাত- ৯৩ (বাবুল ঈমান বিল ক্বদর, কিতাবুল ঈমান)

১৪৯. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক সন্তানই ইসলামী ফিতরাতের উপর তথা মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে। যেরূপে চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ জন্তুই জন্ম দিয়ে থাকে, এতে

তোমরা কোন বাচ্চার কানকাটা দেখতে পাও কি? এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেনঃ

فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

"আল্লাহর ফিতরাত, যার উপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি রহস্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল প্রতিষ্ঠিত দ্বীন।" (সূরাহ আর রূম ৩০: ৩০)। বুখারি, মুসলিম, মিশকাত- ৯০ (বাবুল ঈমান বিল ক্বদর, কিতাবুল ঈমান)

১৫০. 'আমর ইবনু 'আবাসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এ দীনে (ইসলামের দা'ওয়াতের ব্যাপারে একেবারে প্রথমদিকে) আপনার সাথে আর কারা ছিলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একজন আযাদ ব্যক্তি তথা আবূ বাকর ও একজন গোলাম তথা বিলাল। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ইসলামের নিদর্শন কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মার্জিত কথাবার্তা বলা ও ক্ষুধার্তকে আহার করানো। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঈমানের পরিচয় কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গুনাহের কাজ হতে ধৈর্য ধরা ও দান করা। তিনি ('আমর) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন ইসলাম উত্তম? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। 'আমর বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ঈমানের কোন শাখা উত্তম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সৎস্বভাব। 'আমর বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সলাতে কোন জিনিস উত্তম? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে যে সালাত পড়া হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন হিজরত উত্তম? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহান আল্লাহ যা অপছন্দ করে তুমি এমন কাজ ছেড়ে দিবে। আমি বললাম, কোন জিহাদ উত্তম? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, যার ঘোড়ার হাত-পা কর্তিত হয়েছে এবং নিজের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে অর্থাৎ- সেই জিহাদ সর্বোত্তম যে জিহাদে যোদ্ধার ঘোড়া মারা যায় এবং যোদ্ধাও শহীদ হয়। আমি বললাম, সর্বোত্তম কোন সময়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, শেষ রাতের মধ্যভাগ। আহমাদ, মিশকাত- ৪৬ (কিতাবুল ঈমান)

১৫১. মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, উত্তম ঈমান সম্পর্কে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাউকে তুমি ভালোবাসলে আল্লাহর ওয়াস্তেই ভালোবাসবে। অপরদিকে শত্রুতা করলে তাও আল্লাহর ওয়াস্তেই করবে এবং নিজের জিহবাকে একনিষ্ঠ মনে আল্লাহর যিকরে মশগুল রাখবে। তিনি (মু'আয) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এছাড়া আমি আর কি করব? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অপরের জন্য সে-ই জিনিস পছন্দ কর যা নিজের জন্য পছন্দ কর। আর অপরের জন্যও তা অপছন্দ করবে যা নিজের জন্য অপছন্দ করে থাকো (অর্থাৎ- সকলেরই কল্যাণ কামনা করবে)। আহমাদ, মিশকাত- ৪৮ (কিতাবুল ঈমান)

১৫২. আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত। মুসলিম (ইফা)- ৭১৪৯

ব্যাখ্যা: *জেলখানায় যেমন নিজের ইচ্ছামতো সবকিছু করা যায়না, ঠিক তেমনি মুমিন ব্যক্তিও দুনিয়াতে নিজের ইচ্ছামতো সবকিছু করতে পারেনা; বরং আল্লাহর ইচ্ছামতো মুমিনকে সবকিছু করতে হয়। আর জান্নাতে যা ইচ্ছা তাই করা যায়, ঠিক তেমনি কাফির ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর বিধানের তোয়াক্কা না করে যা ইচ্ছা তাই করে থাকে।*